সন্দ্বীপের চর

বিষ্ণু দে

দি বুকম্যান
৮৭ চৌরঙ্গী রোড
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, ১৩৫২

প্রকাশক

চিন্মোহন সেহানবীশ

দি বুকম্যান

৮৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

মুদ্রাকর

কালীপদ চৌধুরী

গণশক্তি প্রেস,

৮-ই ডেকার্স লেন, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট

রথীন মৈত্র

দাম দু টাকা

সূচী

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-কে

সন্দ্বীপের চর

(লালমোহন সেনের উদ্দেশে)

প্রকৃতির মায়া
আহা বনরাজিনীলা !
হে তমালতালীবন !
সমুদ্রবীজনস্নিগ্ধ সফেন কল্লোল !
বালিয়াড়ি হীরা জ্বলে ছোট ছোট টিলা,
শান্ত মৃদু খাড়ি—যেন তনুকায়া
অষ্টাদশী ! প্রকৃতির মায়া—
জীবনমরণে গাঁথা জীবনের আয়ুষ্মান রূপে
কাটে না এবার ছুটি
স্বচ্ছল ভূস্বর্গ সুখে—কবে চুপে চুপে
হয়ে' গেছে জীবনের হার—
আজকে সবাই প্রতিবেশী ভাই, হে প্রকৃতি, ভুলে যাই
জীবনের মরণের হারে বাঁধা জীবনের ছবি
আজ শুধু মারি, মরি, পুড়ি ও পোড়াই, ক্ষেপি আর লুটি

এ মরণে প্রাণ নেই, এতো নেশা উন্মাদের
শক্তিমদমত্ত অন্ধ পাগলের অপ্রাকৃত আঁখি !

হে প্রকৃতি, আমরা মানুষ, এই মরণস্বাদের মদিরায়
আমরাই কবি, নই তালীবন
সারি সারি তালগুপারির
সমুদ্রবীজনস্নিগ্ধ ঢেউয়ের জীবন নই,—ছায়া-ঢাকা খাড়ি
নই, হীরাজ্বালা বালিয়াড়ি নই, হে প্রকৃতি,
আমরাই মরি আজ আপন পাশার ছকে
তবু স্থির জানি তবু মন দৃঢ় সত্যে বাঁধি

এই রোগে এ মরণে প্রাণ নেই, প্রাণ ন্যায়ে, সমান সুযোগে
নিকটে সুদূরে কাশ্মীরে ও ত্রিবাঙ্কুরে রক্তাক্ত গোল্ডেন রকে
অনেক হাসানাবাদে প্রাণের আবাদে, নয় বনিয়াদী হত অপঘাতে
হে প্রকৃতি আমরা মানুষ, নই বনরাজিনীল তালীবন তটরেখা নই-
আমাদেরই কর্মে লেখা আমাদের দুর্গত জীবন
আমাদেরই ভবিষ্য ও স্মৃতি।

*　　*　　*

ঊষার নীলিমা নামে, থেকে থেকে পিঙ্গল প্রবাল
ছেয়ে যায় হে প্রকৃতি দিক্‌চক্রবাল
তোমার প্রভাতস্বপ্নে পূর্বাপরহীন
বকের মুক্তির স্বপ্নে আকাশের পাখা
মেঘে মেঘে মুখরিত, নীল লাল পিঙ্গল প্রবাল
ছেয়ে যায় প্রতিবেশী অশ্বত্থের শাখা
ঘরোয়ানা কতো সুরে

পূর্বাপরহীন আকাশে সমাজ নেই, স্মৃতিহীন উদাসীন প্রাকৃত আকাশ
হে প্রকৃতি আমাদের ঘটাকাশে তোমার আভাষ ব্যপ্ত ইতিহাসে

তুলে' দিক হিরণ্ময় ঢাকা, এ রক্তাক্ত বিদূষণ
ঐশ্বর্য-মাতাল শক্তিঅন্ধ এই স্বর্ণনাগপাশ
ছিন্ন করো সত্যে সত্যে বিশ্বরূপে হে সারথি হে সূর্যপূষণ

শান্ত হোক্ রঙ্গমঞ্চ, ক্ষান্ত হোক কাজীর বিচার
আলো জাগে থরে থরে নীল আর ফিরোজা উষায়
পিঙ্গল প্রবালে পড়ে পূর্বাপরহীন সেই সোনা
শেষ হোক্ গোনা
মোহরের খতিয়ান্ গদিয়ান্ লোভের বহরে কবন্ধ জাবেদা
সদসতে একাকার, প্রাণের শিকার
আর নয় এ উষায় ক্ষেড়নাট্য রাজন্যভূষায়
ইন্দ্রপ্রস্থে সাজে না এ খেদ।
এ প্রাকৃত কবিতার মানুষের সবিতার ভার্গব প্রহরে

আকাশের পেশী নেই, সে স্বদেশী পেশীতে চাপড়
দেয় না। লড়াই নেই, বড়াই-এর মঞ্চ নেই, দেয় নাকো রড়
জারজআশ্রয়ে কেউ সেলুকাসপাশে
চতুর আশ্বাসে ফেউ তোলে নাকো কেউ
জীবনের প্রকাণ্ড আকাশে
তমসার জ্যোতির্গামী ঝড় আকাশে আকাশে

গ্রাম্য নাট্য থেমে যায় জীবনে কোথায় খেলা
গদিয়ান্ মোড়লে কোটালে যে খেলায় আমাদের করে বানচাল
আকাশে কুবের কে ? কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতি নেই
ডেকে আনা খালে

হিংস্র স্রোত বয় নাকো, দুঃশাসন সকালে বিকালে
আনে না শকুনপাল, পায় নাকো খেই
সে আলোয় শকুনিরা, মুদ্রারাক্ষসের অষ্টম রসের
রঙ্গমঞ্চ নেই এই পিঙ্গলে প্রবালে নীলে আর লালে
সূর্যের চোখের মতো বুদ্ধের চোখের মতো মৈত্রীতে করুণ
প্রজ্ঞাপারমিতা
নিভে' যাক চিতা এই বিরাট সকালে
উল্টাডিঙি কাশীপুরে পাটনায় আলোর অঙ্কুশে
হে আদিজননী সিন্ধু অয়ি শুচিস্মিতা
তোমার চোখের আলো কাশ্মীরে ও ত্রিবাঙ্কুরে
তেলাঙ্গানা বাংলায় কতো গাঁয়ে দূর রুশে
বেল্‌গ্রেডে প্যারিসে প্রাগে রক্তরাগে প্রাণে জাগে
হে মৈত্রেয় প্রজ্ঞাপারমিতা।

* * *

সে কথা আমিও জানি, এ যাত্রা অশেষ।
অসীম শূন্যের পথে ধাবমান নীহারিকা নক্ষত্রের ভিড়
বিরাট মিছিল ছোটে সঙ্গীতের সংহতিনিবিড়
সেদিনের ভিড় যেন লালদীঘি যাদের উদ্দেশ
তাই চলে আণ্ড্রোমিডা সহস্র সূর্যের বাহু
প্রসারিত দ্বিধাশূন্য বেগে
হাজার ঘরের টান ঘরছাড়ার বিদ্রোহী আবেগে
সূর্যে সূর্যে তারায় তারায় সহস্রধারায় লেগে লেগে
গতির আপন লক্ষ্যে অশেষ যাত্রায় ওঠে জেগে
পদে পদে অন্তহীন যাত্রার উদ্দেশ।

কালের সমুদ্রে শেষ কাল নিরবধি।
তবু জাগে পাহাড়িয়া নদী

সন্দ্বীপের চর

আপন সীমায় তন্বী খরস্রোত তুলে' দেয়
খুলে' দেয় জীবনের গতি পাথরে পাথরে
দেওদারে দেওদারে শালবনে মুক্ত তেপান্তরে
হাজার বাঁকের পাকে গতির আবেগে
দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে ওঠে জেগে জীবনে তিস্তার
প্রাণের বিস্তার

মুহূর্তের প্রচণ্ড উদ্দেশ
জীবনেই বেঁধেছে রাগিনী
তাই নটী, তাই বৈরাগিনী তাই তার সংসারের বেশ
সে কি জানে সুদূরে কোথায় কোন্ সমতলে তার
কালের সমুদ্রে নীল নীল জলে পার্বতীর
নীলকণ্ঠ সঙ্গীতের সে ভয়রোঁর শেষ ?

কাকে বলো নিরুদ্দেশ ?
হৃদয়ে যে ইতিহাস অনির্বাণ রেশ বৈদেহী বিদিশা
প্রেমের মাধুরী জ্বালে ধাবমান তারায় তারায়
অমাবস্যা পূর্ণিমায় তৃতীয়ায় পঞ্চমীর চাঁদে
গুঞ্জরিত নিশা
ফিরোজা উষায় সন্ধ্যার গোলাপে চিলেকোঠা ছাদে
দিনান্তের মুখোমুখি অলস আলাপে
প্রত্যহের ঈষৎ তফাতে অন্তহীন বন্ধনের খাতে প্রেমের শয্যায়
মিলন-প্রবাহে জাগে প্রতিদিন বিস্ময়ের রেশ
সেও নয় নিরুদ্দেশ বাধাবন্ধহীন
সত্য তার আমাদেরই, আমাদেরই সম্মিলিত
জীবনের হৃদয়ের শরীরের আমরণ দুইতটে

শুচিস্মিত তার গান
শেষ শেষ তার কাল শেষ তার দেশ

তাই তো করুণা, তাই ভয়, তাই মৈত্রীর প্রসাদে
সম্ভ্রান্ত বিস্ময় জাগে প্রাসাদে বস্তিতে
তাই তো মুক্তির স্বাদ জীবনের জয় চাই মৃত্যুর মস্তিতে
নৈরাশ-আশায় নয়, শিশুর উদাস
নির্বিকার খেলেনার ক্রান্তিস্রোতে আপন বিকাশে
তাই চাই অবকাশ, প্রাণের উল্লাসে, প্রেমে, দীর্ঘ মিতালিতে
ক্ষণিকের সহচর অক্ষয় প্রতিমা
মনের মহিমা মানি একাধারে মানি এ নশ্বর সীমা
রহস্যবিশ্বের স্রোতে আমাদের ঘরে ঘরে
এ সমাজে আমাদের একফালি চরে তাই মনের মুক্তিতে
শেষহীন জীবনের স্রোতে লিখি প্রাণের অক্ষরে প্রেমের স্বাক্ষরে
জীবিকার ভিতে গড়ি মানুষের প্রত্যক্ষ মহিমা।
ফেব্রুয়ারী খুঁজে যায় নভেম্বরে সীমা।

ঘৃণার সমুদ্র নীল নীল জল আকণ্ঠ ঘৃণায়
নিশ্চিহ্ন সবুজ, লাল, হরিতের নয়নাভিরাম
শুধু নীল নীল অবিরাম নীল ঘৃণা সমুদ্রের মেঘনার
সরীসৃপ নীল

যদিবা শুভ্রতা ওঠে, সে তো নয় সূর্যালোক, চর
সোনালি হরিৎ শুভ্র গতশোক শুভ্রতা সে নয়
পিঙ্গল জটার বন্ধে বয় না সে ধূসর জাহ্নবী
শুভ্র বক্ষ বেয়ে বেয়ে প্রাণগঙ্গা সহস্রধারায় মৃত্তিকাধূসর

সন্দ্বীপের চর

অক্ষয় প্রাণের বরাভয় মৃত্তিকা সে নয় সে নয় নিখিল
স্রোতের দুরন্ত ছন্দে তটে তটে দ্বন্দ্বে উন্মুখর
শুভ্র বা ধূসর লাল মাটি হরিৎ

এ ছবি

তুষারের নীল শুধু গরলের পাণ্ডুর নীলিমা
ঘৃণাকে বিধান এ তো দ্বীপ শুধু শত শ্বেতদ্বীপ
প্রচণ্ড ঘৃণার দ্বীপ উপদ্বীপ বদ্বীপেরা হিম ও কঠিন
আপন হিমেল সীমা ভুলে' যায় দ্বীপে দ্বীপে মত্ত আলোড়নে
কঠিন ধাক্কায় ভেঙে যায় পাক খায় আবর্তের অমর্ত্য উল্লাসে
ডুবে' যায় দ্বীপে দ্বীপে সন্দ্বীপের চর
উবে' যায় শুধু ভাসে প্রাণহীন অগণন তুষারকরকা

দ্বীপ সব উপদ্বীপ আমরা সবাই দ্বীপ একফালি চর
যেখানেই বাঁধি ঘর আমাদের সীমা
আমরা ছড়াই বিশ্বে আমরা যে দ্বৈপায়ন
আমাদের মন বিরাট ভারত ছায় আমরা যে
অসহায় বিরাট বিশ্বের সুরে আমাদেরও নীড়
আমাদের কাজ পদে পদে আপনপরের বাহিরঘরের
নতুন নতুন নীড় আমাদের মুক্তি নেই সাপের একক স্বর্গে
আমরা মানুষ

আমাদের মিল সে গ্রাম্য ঈডেনে নেই, শূন্যচরা পাখী
নই, আরণ্য শ্বাপদ নই, আমাদের খেই
আমাদের মিল শুভ্রবক্ষে নীলকণ্ঠে যেখানে নিখিল
দ্বীপে দ্বীপে একাকার আমেরু মৃত্তিকা আদিগন্ত নীলে
ঘূর্ণ্যমান এ পৃথিবী ঘুরে ঘুরে খোলে

মৈনাকের শতপাক, সূর্যাবর্তে সূর্যালোকে শূন্যজোড়া কোলে
কোটি কোটি দ্বৈপায়ন নক্ষত্রের ঐকতানে অগণন পদক্ষেপে
যেখানে একটি শিশু প্রাণের আক্ষেপে
চেয়ে আছে ত্রিনয়নে সম্মিলিত কালের কল্লোলে।

* * *

তোমার আমার মিল, সেই সত্যে জীবনের ঝোঁক
প্রেম সে তো দ্বৈতের বিস্তার
তিস্তার সেতুর মিলে পাহাড়ী দ্যুলোক
উপরে আসন্ন শিলা তুষারে পাইনে প্রখর সুন্দর
স্রোতের প্রলাপ নিচে কঠিন পাথর আর ধারালো জলের খরতর
মায়ায় তো নেই কো নিস্তার।

তোমার আমার মিল, সেই সত্যে আমাদের একান্ত বিস্তার
যে কথা যায় না বোঝা, যেটুকু যায় না পাওয়া
সেটুকুতে কবিতাই, তাতে চলে গান গাওয়া
তৃপ্তিহীন সে চাওয়ায়, আমাদের মিলের উপমা
সেতুবন্ধ পার হয়ে অসীমে মিলায় শেষে
হৃদয়ের অন্তহীন নীলে
পুষ্পকের পবনআবেগে তাই পরিক্রমা দেশে দেশে
কালে কালে বারম্বার শেষ হয় এক খাদে বিরাট নিখিলে
তুমি তাই সামান্যের এক নিরুপমা।

হৃদয়ের হ্রদ কবে খুলে' গেল গতির বন্যায়
যাত্রা হল শুরু তটে তটে পাড়ভাঙা চরজাগানিয়া
গঙ্গার, তিস্তার ?
—এ উৎক্ষেপ ব্যর্থ মানি প্রিয়া
সে হৃদয় কার ? তোমার আমার ? সির্‌দরিয়ার ? আমুদরিয়ার ?

সন্দীপের চর

দুইস্রোত জীবনের বালুকাকাতর
মরুর সান্নিধ্যে কাঁপে ভয়ে থরথর
মনে ভাবে আরালের প্রশান্ত সাগরে
যৌবনসরসীনীরে নিরাপদ যৌথসরোবরে দোঁহার নিস্তার
স্বতন্ত্র সত্তার মোড়ে সম্মিলিত ঘরে আরেক রেখাবে।

আমাদের ঘরে বাঁধি পরিক্রান্ত মিল
পুনরাবৃত্তিতে নয়, নতুন আখরে নব নব শ্লোকে
তবু দেখি দোহারের ঘনঘটা থেকে থেকে ছিঁড়ে যায়
দুরন্ত হাওয়ায়, ভেঙে যায় খিল
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে বালিয়াড়ি দূরের সিমূম
ডোবায় আপন-পর
বিশ্বব্যাপী আমাদের ঘর ছড়ায় ভূলোকে
ছত্রভঙ্গ কালের হাওয়ায় আমাদের মিল সম্বাদে ও প্রতিবাদে
আরেক যতিতে বাঁধি আকাশের বিস্মিত বিস্তারে
বারেবারে বাহিরে ও ঘরে তোমার সুষমা
ছড়ায় উপমা।
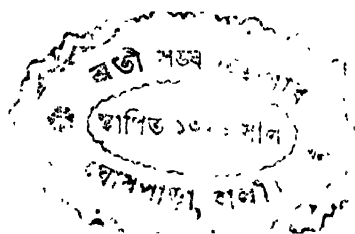
বৈশাখী

বৈশাখীতে শুনেছ ঘোষণা ?
অঙ্গীকার প্রাণের পাতায়।
পঞ্চাশের গতস্ত শোচনা
দূরে যায়, প্রাণের ঘোষণা
জীবনের নূতন খাত্তায়।
অমর্ত্য সে রচনা মাতায়।

মুক্ত ঋষি কান্টের শহর
মুক্তি নামে স্লাভ দেশে দেশে
ঘরে ফেরে পোলিশ্ বহর
চীনবার্তা ব্রহ্মে এসে মেশে
ফ্রান্সে শুনি প্রাণের লহর
আবর্ত ভেঙেছে আজ হেসে।

বৈশাখীর ঘোষণা প্রবল
হৃদয়ে জাগায় তাই আশা ?
বাংলায় মারীর কবল,
অনাহার, মানুষের দল
চীরবাস, মরণের ছল
আড়তে আড়তে খোঁজে ভাষা

একাল পাপের ভরা কলি
তবু কোথা দেবতার রোষ ?
দেবদেবী কবে চায় বলি ?
পুরাণ বাতিল খোরপোষ
আমরা মানুষ, করি দোষ,
আমাদেরই লোভ, দলাদলি

কল্কি আজ পৌরাণিক ঘোড়া
চড়ে না, ফ্যাশিস্ট সাজে আসে
দুর্ভিক্ষবাহন সোনামোড়া।
রাম আজ জনতায় ভাসে
উত্তোলিত বাহু হাত জোড়া
পাঞ্চজন্য বৈশাখী সম্ভাষে।

স্বর্গ সে তো চেতনার সিঁড়ি
নরক সে গৃধ্নু প্ররোচনা,
ইষ্টদেবতারা চায় পিঁড়ি
মানুষেরই সমাজ, ঘোষণা
জানাই, মৃত্যুর জাল ছিঁড়ি,
ফেলে দিই গতস্য শোচনা।
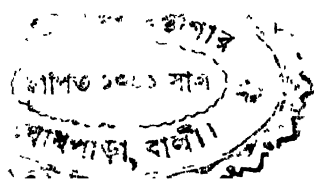
আইসায়ার খেদ

And he looked for judgement, but behold oppression,
For righteousness, but behold a cry.

বয়স হয়েছে ঢের, পেন্‌সন্‌ই তো পঁচিশ বছর।
সবুজ সবুজ নদী আজ প্রায় নীলিমা ভাস্বর।
কর্ম সবই পণ্ডশ্রম, চাকরি সে তো পেটের চাহিদা,
গর্বের বিষয় কম—কখনো নজর তথা সিধা
নিই নি, সান্ত্বনা তাতে যে টুকু এ পঁচিশ বছর।

বয়সে পেন্‌সন্‌ নিই, জন্ম থেকে পঞ্চান্নে হুবহু,
জীবন উঠতি ছিল ছোটোখাটো ব্যর্থতার মাঠে
করি নি তছনছ কারো প্রাণমান রাজদণ্ডধর
মুরুব্বি পাকড়ি' বক্ষে উচ্চাশার অন্ধ পাখসাটে,
কৃষ্ণপদে নেত্র বুজে ফেলি নিকো থিয়েটারী লোহু।

সেকালে শুনেছি গল্প ব্রহ্ম শিখ সিপাহী বিদ্রোহ,
আতঙ্ক উল্লাস তার উত্তেজনা—কন্‌ পিতামহ।
সুদূর গল্পের রেশ, মনে পড়ে বুওর সমর,
অসহায় পক্ষপাত, তারপরে আবার আবহ
ঘনাল পশ্চিমে, সেই এমডেন জাহাজের মোহ!

সবুজ সবুজ নদী আজ নীল সুনীলে ভাস্বর
তবু ভাবি যন্ত্রণায় মাথা কুটে' একান্ত অসহ
যোগের সে আন্দোলনে ব্যর্থ হাকিমের রূঢ় স্বর
নদীতে মোচার খোলা কাঁপে কোন বেগে ভয়াবহ—
মাথা তুলে' পথ চলি, চৌরঙ্গীর ফুরাল সম্মোহ!

শুনেছি অমান্য মন্দ, তবু তো সে অমান্য উৎসবে
আমার ঘরেও সাড়া পড়েছিল পেন্‌সনের ঘর!
চাষীরা চালায় কাস্তে, মজুরেরা মুষ্টিবদ্ধ খাটে।
তারপরে কালযুদ্ধ মৃত্যু আর মৃত্যু মন্বন্তর
ক্রমান্বয়ে মহামারী নরকের নবান্ন উৎসবে।

নরক কি এ রকম? বাংলার গ্রাম ও শহরে
লক্ষ জন দগ্ধগৃহ, কেউ বেশ ওসারে বহরে,
নরকে জানে না শুনি আছে তারা তুরন্ত নরকে
রৌরব প্রাসাদে হাসে শাদা কালো গৌরব প্রহরে
দধীচির হাড় জ্বলে, কী দেয়ালি বিবস্ত্র মড়কে!

কি জানি, বৃদ্ধ যে দন্তনখহীন, আশিটি বছর
জরিষ্ণু মানসে ভাসে, সামান্য চাকুরে চিরকাল।
বাড়িতে অশান্তি ঘোর, সন্তানের সন্তানেরা শত
মতামতে ভাঙে ঘর, একজন কারবারে লাল
অকালে, আবার দেখি ছোটজন অসিধারব্রত

যুদ্ধে দেয় পক্ষপাত, বলে আজ কালের ঘর্ঘর
এ যুদ্ধে এনেছে ফের পাঞ্চজন্য, দাবী পক্ষপাত,
বলে, বিশ্ব এক, বলে, শনিগ্রহদের কক্ষপাত
সেও নাকি মানুষের হাতে; দেখি নয়নে ভাস্বর
তার নীল নদী বয়, তুই তট সবুজ উর্বর।

আমার বয়স ঢের, দেখি তার পঁচিশ বছর।

৮ই অগস্ট

আমাদের মাটি কালের প্রগতিস্রোতে
সেরা আউওল অনেক শ্রাবণজলে
অফুরান প্রাণ প্রবল গঙ্গামাটি
সরে যায় চর ভরাটির মুখ হতে
বাঁচে না কো গদি ছলে বলে কৌশলে
পদ্মার স্রোতে জাগে আমাদেরই মাটি

শেয়ালের বাপ বৃথাই তোলে দেয়াল
আগ্‌ডোম আর বাগ্‌ডোম তোলে মাথা
কুমার কামার যত ছুতোরের পো
রক্তের হিমে কাল করে বান্‌চাল
শেয়ালের ঘরে লাঙল, গদিতে গাঁতা
চালায়, পালায় কায়েমী জোরের গোঁ।

কিছুটা কপাল, কালের প্রগতিস্রোতে
আমাদেরই পাড়ে আউওল ফলে সোনা
কিছুটা কিন্তু কড়া পড়া হাতে গড়ি
ভাঙি গড়ি, বৃথা কল্কি যে ঘোড়া জোতে—
অণুবোমা দিয়ে করি না কো তুলোধোনা
কল্কির পিঠে আমরাই তবু চড়ি।

কাসাণ্ড্রা

বলো কাসাণ্ড্রা, এত দুর্যোগ ছিল কোথায়
সকলে ভাবছি—প্রায় সারা দেশ, কয়েকজনায়
বাদ দিই। মুখ খোলো কাসাণ্ড্রা, সূর্যালোকে
ঝলসিয়ে চোখ বলো কি পাপের শাসন এ হায় ;
সূর্য তোমার হানে আমাদের—কয়েকজনায়
বাদ দিই, তারা হিরন্ময়েরই পাত্রে ঢোকে।

আমরা কখনো হেরিনি হেলেন, সে মায়াননে
আমরা খুঁজি নি মর্ত্যরূপের ঐশী সীমা,
ইথাকায় কভু কলাকৌশলে কিনিনি নাম
তবু কেন মরি ঘরে বসে' লোভী ট্রয়ের রণে
রাজারাজড়ার বাজারে বৃথাই মাথার ঘাম
পায়ে ফেলি, দেশে ছার জীবনের নেইকো বীমা।

উন্নত দেশ নই কোনোদিন, দিন আনি খাই,
আমরা কখনো ঘামাইনি মাথা দেশশাসনে,
বিশ্বের কথা দূরে পরিহার করি এ যাবৎ,
বিশ্বের ভার এ ঘাড়েই পড়ে প্রাণের বালাই
ঘর থেকে টেনে আনে সংক্রাম দুঃশাসনে,
সূর্যালোকের নগ্নতা পায় তার যতো ক্ষত।

বলো কাসাণ্ড্রা, সূর্যপূজাই করা স্বভাব,
বংশে বংশে শেষটা ধ্বংস সূর্যালোকেই ?
মন্ত্রতন্ত্র সবাই পড়েছি ঘরের কোণায়,
ভালো মানুষের সারাটা জাত—সে কয়েকজনায়
বাদ দিই, তাই মরবে না খেয়ে আর মড়কে ?
সূর্যের দেশে মনুষ্যত্বে কিছু অভাব !

শালবন

সে বন্য উৎসব শেষ পড়ে আছে ভুক্তঅবশেষ
ছেঁড়া তাঁবু, ভাঙা খাট, কারখানার পাত কয়খানা
জীবনমৃত্যুর মদে আজ আর দেয় নাকো হানা
গ্রামগ্রামান্তের ঘরে, গেছে সব যে যার স্বদেশ
রেখে গেছে আযোজন প্রশস্ত পথের দীন বেশ
বাঁকা টিন, কব্জা, কাঠ, চূর্ণ বোতলের কাচ, নানা
হাওয়াই জাহাজ দীর্ণ টুকরা, কিছু সিনেমাশেয়ানা
যুবতীর ছাপা ছবি, রেখে গেছে বিশ্বব্যাপী রেশ
আবিশ্বসমরে অগ্নিপরীক্ষিত জনসাধারণ।

মরণের বনভোজে মৃত্যুঞ্জয় ঋজু শালবন
অমর উৎসাহে তোলে আকাশের নীলে ঐকতান
জীবনের উল্লাসের সঙ্ঘবদ্ধ সুস্থ সমারোহ—
প্রচণ্ড শান্তির পর্বে সাম্রাজ্যের সন্ধ্যায় প্রত্যহ
জীবিকার মুষ্টি তোলে দেশে দেশে মৃত্তিকাসন্তান।

বন্ধ্যা সন্ধ্যা

নিশ্চিন্ত এ ফাল্গুন সন্ধ্যা
নেমে আসে দক্ষিণা হাওয়ায়,
রাঙা মেয়ে মায়ার খেলায়
ছুটে যায় রঙের মেলায়
আকাশে বাতাসে পাখি গায়,
ভুলে যাই এ মাটিই বন্ধ্যা।
ইন্দ্রধনু সূর্যাস্ত অশেষ,
সমাহিত গোধূলির রেশ,
তন্দ্রালসা সন্ধ্যা নিরুদ্দেশ
মনে নামে, হর্ষ আর ক্লেশ
সেখানে মেলায় শিল্পী সন্ধ্যা।
থরে থরে সূর্যাস্তের মেঘ
উৎসাহে কি প্রাণের আবেগ—
রুশ তুর্কী তাজিক উজবেগ,
রঙের কি শতধার বেগ
বসুন্ধরা সে বিচিত্রা, বন্ধ্যা
নয় সে প্রবল শতধারা
সে জানে না শৃঙ্খল বা কারা
সেখানে দুচোখে জ্বলে তারা

আকাশে মাটিতে একতারা
নিশ্চিন্ত ফাল্গুনের সন্ধ্যা।
যেখানে কাণার দলাদলি
ধনিকে বনিকে গলাগলি
সরকারী দরকারী ঢলাঢলি
সেখানে কেন যে উচ্ছলি
নেমে আসে এ আশ্চর্য সন্ধ্যা
অলৌকিক সুন্দরী এ বন্ধ্যা!

মধ্যবয়সী

মধ্যবয়সী, তবুও তনু তোমার
আশ্বিন-আলো ছড়ায় আমার মনে ।
ফেলে দিই ভয় ফেরার পীত বোমার,
জীবন ঘনায় তোমার আলিঙ্গনে ।
তোমার বাহুতে আমার জীবনস্মৃতি
দ্বৈত রচনা, গত-অনাগত প্রীতি।

উপমা তোমার খুঁজি নি কো আকিতেনে
এলেওনোরে তো সহজিয়া ক্রুবাত্তর,
হেলেন-কে চাওয়া উদ্বায়ু ফাঁকি জেনে
দেহমনে মনজীবনে ভেদ-আতুর
রোমাঞ্চ-গান করি নি, প্রেম তোমার
অলকনন্দা, অনন্ত-গতি তার ।

একাগ্রতাই সত্তা, জীবনতটে
বয়ে যায় দেখি তোমারই সে মহানদী,
আমার প্রাণের অশ্বত্থে বা বটে
অচিন্ পাখির গান শোনা যায় যদি,
গঙ্গোত্রীতে জেনো তার নীল বাসা
কিম্বা হয়তো আনে সাগরেরই ভাষা ।

ছড়া (১)

কে দিয়েছে বিয়ে যে তাঁর, পাইনা রে ভাই ভেবে
তিন কন্যের মান অভিমান বৃষ্টি আসে নেবে।
এ পারে গঙ্গা ও পারে গঙ্গা মধ্যিখানে চর।
তারই মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর
আমাদেরই সে আপনজন তো দেখলে কষ্ট হয়—
ভরাডুবিতে নৌকা গেছে, প্রাণটা রইলে সয়।
সগররাজার জোয়ার আসে, ঘরে নেইকো ধান
বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর তার ওপরে বান।
মাস্তুতো ভাই উধাও সবাই উঠছে কালাপানি
এই বিপদে জলে কুমীর ডাঙাতে বাঘ জানি।
ওৎ পেতে রয় শিবসদাগর নাম্‌বে কপাল হেনে
আমাদেরই সে আপন জন তো কেমনে আনি টেনে
এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা মধ্যিখানে চর
তারই মধ্যে বসে আছেন শিবসদাগর।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান
খেয়ে দেয়ে বিলেত গিয়ে জমান পেনসান।
এক কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ী যান
বাপের বাড়ী মেশোর বাসা, নদেয় আসে বান।
যে কন্যেটি রাধেন বাঁড়েন, তিনি বলেন সেধে
সিন্ধুকটা ভেঙে এসো ভেলা বানাই বেঁধে।

মহাজনী তক্তা আহা! সদাগরনন্দন
শিউরে উঠে ভাবেন কোথায় দিল্লি রে লণ্ডন।
দেখ কন্যে কেঁদে, যদি গলে সোনার প্রাণ
আকাশ জুড়ে মেঘ ডাকে ঐ নদেয় এল বান।

ছড়া (২)

কে জান্‌ত পোড়া দেশে এতো বুলবুলি !
বানচাল দেশ ধান-চালে ঘুল্‌ঘুলি
কোনঠাসা করে করেছে বোঝাই
শিস্‌ দিয়ে করে দুহাত সাফাই
যতো পারে খায় প্রাণ আইঢাই
শুনেছি মাথার খুলি
সেও ঠাসা, গান ভুলে' গেছে বুলবুলি ।

ট্রামবাস্‌ ভরে বুলবুলিদের শিষে
বড়ো বড়ো গাড়ী বাড়ী ভরে ফিস্‌ফিসে
বর্গীর দল জানায় বাহবা
উজাড় গ্রামের ঠগ্‌ বলে তোবা
গৃহিণীরা নাড়ে উৎসাহে খোঁপা
বণিকরাজের বিষে
নীল হল দেশ, কাল-সাপ উষ্ণীষে ।

খোকাকে আজকে কি সাধে যে বলি, ঘুমা !
কালো কালো ছায়া থেমে যায় মুখে চুমা

স্থুর কেটে যায় বাহুর বাঁধনে
মনে হয় শত খোকার সাধনে
বর্গীরাজার ঠগ জনে জনে
বহু জুজুমানা হুমা
বুলবুলি মরে, তারপরে খোকা ঘুমা।

মৌভোগ

জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কৃষাণের বউ পঁইছে বাজু বানায়।
যাত্রা তাদের কঠিন পথে রাখীবাঁধা কিশোর হাতে—
রাক্ষসেরা বৃথাই রে নখ শানায়।

নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে
তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল,
লাল তিলকে ললাট রাঙা, উষার রক্তরাগে
—কার এসেছে কাল ?

চোরডাকাতে মুখোস্ পরে, রাক্ষসেরা ছাড়ে
চোরাই মাল, ঢাকে কালো কানায়।
মরীয়া যতো রাণীর জ্ঞাতি কঙ্কালীপাহাড়ে
মড়ক পূজা নরবলিতে জানায়।

এদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে
ভায়ের মিলে প্রাণের লালনিশান।
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান ॥

উত্তরা-সংবাদ

হায় উত্তরা কিবা সান্ত্বনা সমুখ শোকে ?
বর্তমানের যন্ত্রণা তবু ক্ষণিক জেনো
জীবনের মহাঅরণ্যে প্রতিজীবন মেনো
মহার্ঘ তবু একটি সে ক্ষতি মর্ত্যলোকে।
ভাঙুক পাহাড়, নদীর মুক্তি যে বিপরীতে
শোনো উত্তরা সান্ত্বনা চাই পরীক্ষিতে।

হস্তিনাপুরে সাজুক হাজার অক্ষৌহিনী
অতীতে সপ্তরথী, নিশিপাওয়া বর্তমানে
থামে না কো মন, চলুক্ পাশার ও বিকিকিনি
প্রাণের মানের লোভের অন্ধ সর্তদানে।
অলকনন্দা নামবে সাগরে, তুষারশীতে
কোথা উত্তরা সান্ত্বনা, খোঁজো পরীক্ষিতে।

বৃথা পিতামহ শরশয্যায় তুহিনে ভাসে
এ আনুগত্য সাজেনা কর্ণে, সাজেনা দ্রোণে,
বৃথাই বিদুর চোখ চেয়ে কাঁদে বিবরকোণে,
ধৃতরাষ্ট্রের আকাশকুসুম রচে কি দাসে !
পাঞ্চজন্যে কান দিয়ে শোনো কালের গীতে
গঙ্গাসাগরে সত্তার মাঝে পরীক্ষিতে॥

সহিষ্ণুতা

তোমাকেই দিই এই ক্লান্তির ভার
দীর্ঘ আয়ুতে উদ্বায়ু গত, ক্ষমা
তুমি ছাড়া কেবা করবে অঙ্গীকার ?
পূর্ণিমা তুমি, তোমাতে মেলাই অমা
ঘৃণার আঁধার তোমাতেই প্রিয়তমা
সহিষ্ণু আলো জ্বালুক পূর্ণিমার ।

ঘৃণা ঘৃণা নয়, ক্ষমা প্রেম আর ঘৃণা
দীর্ঘ আয়ুতে তুলুক্ অমোঘ ঢেউ ।
জীবনের পাপ চলে না জীবিকা বিনা,
তাই দস্তুর হুঙ্কার তাই ফেউ
তাই তো ইতর, তাই নির্বোধ কেউ
অনেক ক্রূরতা প্রতিযোগিতায় কিনা ।

ধৈর্য আমার তোমার সাগরে নীল,
অস্থির ঢেউ তবুও অতল জল ।
অমাবস্যায় তাই কোজাগরে মিল
তোমাকে দিলুম—জীবনের নানাছল

মূঢ় স্বার্থের অন্ধ বা চঞ্চল
লোভের মাৎস্যে উড়ুক না গাংচিল

তোমার সাগরে ছড়াই আমার ক্ষমা
বাজারের কালো পাহাড়ের গুরুভার
ধুয়ে যাক্ আজ নীলে নীলে, সে সুষমা
হৃদয়ে আনুক সাগরের দুর্বার
অতল ধৈর্য, ক্রান্তির উদ্ধার
সংক্ষেপে নয়, জানি আজি প্রিয়তমা।

ভিড়
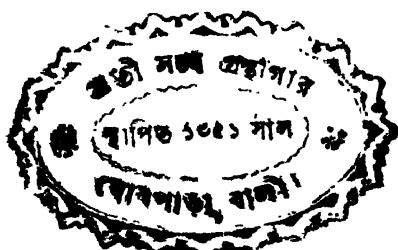
নানামুনি দেয় নানাবিধ মত মন্বন্তর আসে !
তবুও শহরে ওসারে বহরে জড়কবন্ধ ভিড় !
বহু সাপ্লাই উঠে গেল শুনি, তবু আজো লাগে চিড়
পদাতিক পথে, ট্রামে বাসে কারে ট্রাকে করে বিড়বিড়
দরকারী বিনাদরকারী কেউ সরকারী চোরাকারবারী ফড়ে
আমীর ওমরা মজুতদারের পাশে
আমরা সবাই—তুমি আর আমি মৃত্যুর প্রতিভাসে
মিশে যাই,—না না মিথ্যা নেহাৎ ; দুর্বার জীবনের
অবাধ প্রগতি মন্দাকিনী কি বালুচরে মরে ঘাসে।
কখনো ঝরণা সহস্রধারা, কখনো ফল্গু মীড়
কখনো প্রাণের প্রবল বন্যা, দুর্বার জীবনের
লাখো লাখো হাতে তরঙ্গঘাতে দ্বন্দ্বের উচ্ছ্বাসে
ভেঙে দেয় পাড়, ওড়ায় প্রাসাদ, বসায় নতুন নীড় ;
অর্কেস্ট্রার মিলিত জোয়ারে মাসতুত ভাই ডুবেছে খোঁয়াড়ে,
হস্তিনাপুরে রাজার মস্তি, মন্ত্রিরা দেখে ভিড়—
অগণন চাষী পলিমাটি চষে, কামার কাস্তে হাতুড়িতে কষে,
রেলপথে পথে আকাশে নদীতে বজ্রের গান পাতা ।
কোথায় দিল্লী কোথা কলকাতা মহেঞ্জোদারো ইতিহাসে গাঁথা
মৃত্যুর পাশে জীবনের ভিড় বদ্ধমুষ্টি সঙ্ঘনিবিড়
মৃত্যুবিহীন আমাদের এই ভারতের ইতিহাসে।

কঙ্কালীতলা

অরণ্যে রোদন শুধু, কঙ্কালেরা বদ্‌লিয়েছে ভেক্‌
বর্ষার মেঘ তো নয়, বজ্রে বজ্রে জাগে নাকো জীবনের
মেদুর আবেগ।
নদীতে ওঠে না স্রোত, ইছামতী
জীবনের বেগে বর্ষভোগ্য ঘুম থেকে ওঠে নাকো জেগে
আমনের বিপুল ইঙ্গিতে
গ্রামান্তের পিপুল-ছায়ায়।
এ তো শুধু গ্রামছাড়া অসম্ভব অরণ্যের মরণ-উল্লাস আর মুমূর্ষু রোদন
ছিন্নমস্তা জীর্ণ গুল্মবন
খাণ্ডব নয়কো, নয় বন কেটে জমির সন্ধান।
এ উন্মাদ গান শুধু কঙ্কালীতলার
অরণ্যের বীভৎস রোদন।
বনস্পতি নেই, ক'টা আছে জীর্ণ বজ্রাহত শাল
দাবদাহে ধ্বসে' পড়ে মুমূর্ষুর মরণে বিশাল।
কাঁটাঝোপে শ্যাওড়ায় মনসায় ধুতুরায় লোলুপ আগুন
শ্বাপদসঙ্কুল বনে শৃঙ্গী ও দন্তুর যতো মরণ-মাতাল
নখে নখে থাবায় থাবায় কঙ্কালে কঙ্কালে ঠোকে।
সে হিংসায় জিঘাংসায় বৃষ্টি নেই মেঘ নেই
আবাদের আশা নেই অরণ্যপ্রান্তের

গ্রামে গ্রামে গ্রামান্তের, তাতে নেই জীবনের বজ্রের আবেগ
সে রোদনে দূরাগত শিকারীরা শকুনিরা দূরে পাখা ঝাড়ে
নীল শূন্যে উষ্ণ হাওয়া শোঁকে
অশ্লীল ক্ষুধায় শূন্যে ধোঁকে
সে আদিম অরণ্যরোদনে
কঙ্কালীতলার দীর্ণ বনে ॥

*　　　*　　　*

যন্ত্রণার অন্ত নেই, জীবনের মরণে মাতাল
নীলে নীল যে আকাশ প্রহরীর মিনারে তোরণে।
মরণের যন্ত্রণাই নির্নিমেষ উৎকর্ণ শিকারী
গবাক্ষে গবাক্ষে চোখ, মোড়, গলি, রোয়াক, চাতাল
গুপ্ত মন্ত্রণায় কাঁপে যন্ত্রণায়, তবু ক্ষণে ক্ষণে
রুদ্ধশ্বাস নীল শূন্যে হাওয়া ওঠে, হৃদয় ভিখারী
ঘনিষ্ঠ সঙ্কট ফেলে, ভবিষ্যতে অতীতে পৌঁছায়।
নিঃসঙ্গ বাউল খোঁজে হৃদয়ের সঙ্গীকে কোথায়
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সত্য স্বপ্রকাশ নদীর গতিতে
দুই তীরে বাহু বেঁধে জীবনের গ্রীষ্মে আর শীতে
ভিখারী হৃদয় চলে একই ঘরবাহির যাত্রায়
দিনের আতঙ্কে চলে, চলে শঙ্কাকলুষনিশীথে
মানে না সে আশুসত্য অর্ধমিথ্যা, মানে না পাতাল
পৃথিবীর পরিণতি, আকাশের সেতুবন্ধ চোখে
অলকনন্দার গান কাণে দুই তটের গতিতে,
নীলকণ্ঠ প্রাণ পায় বারম্বার উমাতে সতীতে।
তাই ইন্দ্রধনু ওঠে জীবনের মরণের শোকে
ভিখারী হৃদয়ে কোথা অরণ্যের শিকারী মাতাল ?

*　　　*　　　*

তোমাকে নন্দিত করি, হে কিশোর, তুমি তো ভোলো নি
মত্ততায় বীর্য নেই, মল্লবীর অকালে লাফায়

তোমার দুহাতে ছিল প্রলাপের বহু সম্ভাবনা
বেঁধেছ মনের শৌর্যে, ভুলক্রমে কখনো খোলো নি
প্রচণ্ড ঘৃণার ভাণ্ড, যেইখানে গোখুরা হাঁপায়—
পশু নয়, বন্য নয়, উন্মাদের ভয়ক্ষিপ্র ফণা
অন্ধ ঘায়ে ঘায়ে মারে, মানুষের সুদীর্ঘ সাধনা
স্বার্থে ভোলে, প্রাণ নিয়ে মুনাফার মঞ্চ তোলে যারা
সেই ব্যবসায়ী ছলে প্রাণ ভোলে, ভয়ে হয় সারা।
নও সেই ভীরু বীর! তুমি জানো অন্যের ছিদ্রের
সঞ্চয়ে সম্পদ নেই, সুতরাং হৃদয় বাঁধো না
মূষিক আশায়, তাই চিরজীবী করো নাকো কারা।
মনুষ্যত্ব চোখে জ্বলে, একমাত্র ধনী দরিদ্রের
ভেদাভেদ মানুষের শত্রু যে তা তুমি তো ভোলোনি—
তুমি জ্বালো দীপাবলী অন্ধকারে ভীত বিনিদ্রের॥

* * *

থেকে থেকে হাওয়া দেয়, বর্ষার সজল চোখ
বুজে যায় হিম দীর্ঘশ্বাসে।

মরীয়া শহরে জাগে পৃথিবীর মুমূর্ষু বাতাসে
মরা বাড়ী, মরা পথ,
কোন নরকের ত্রাসে জেগে থাকে ছাদে ছাদে
বারাণ্ডায়, জানালায় বিনিদ্র প্রহরে টহলায় পাড়ায় পাড়ায়
মহল্লায় ইসারায় ইঁটে বাঁশে চোরা ডাকে নকল সেনার ফিস ফাসে
ভয় আর সন্দেহের জিঘাংসু হৃদয়।

খুঁজে মরে রাত জেগে রাতকানা কানামাছি কলকাতার কল্পনার
স্নায়ুদগ্ধ জয় পরাজয়
আকাশে না, তাকায় রাস্তায়

অলিতে গলিতে
নরকের পায়ের ছায়ায়, শব্দে। আর হিম দীর্ঘশ্বাসে
বর্ষার সজল চোখ বুজে যায়।
যে প্রাকৃত ব্যবধান

তোমার আমার আজীবন দেহের মনের
কবে তার আমরণ সম্মিলিত গান
মরীয়া শহরে বর্ষার আকাশে জীবনের মরণের নরকের প্রান্তে তবু
আমাদের দুও কনচেরতান্তে
প্রাণের তরঙ্গে গায় বাদী প্রতিবাদী চরণে পরাণে বাঁধে ফাঁসি
একান্ত সম্বাদে তোমার আমার। আর
থেকে থেকে হাওয়া দেয়
বাংলার বর্ষার দাঙ্গার বাংলার হাওয়া।

আমরা দেখেছি সেই বৈতরণী যার দগ্ধপারে
সপ্তদ্বার সিংহদ্বার নরকের কারা শাসকের শোষিতের
হাহাকারে তার থরথর সারাটা আকাশ
স্তব্ধমরু স্রোত দিকে দিকে অন্ধকারে
আপন ব্যথায় মারে আপনাকে মানুষকে জীবনকে পৃথিবীকে

তবু শুকতারা
তোমাকে জেনেছি চিত্তে পৃথিবীর মর্ত্য পারিজাতে
বেঁধেছি হৃদয়ে দুইহাতে
বিভেদের পাহাড়ে নদীতে আমাদের মিল মীনকেতু
আপন আপন সত্তা আনে কড়ি কোমলের গানে
আমাদের সেতু এপারে ওপারে

দুইতটে আমাদের স্রোত জলে স্থলে আকাশে উদ্ভিদে
সহস্র নিবিদে ক্ষণে ক্ষণে স্বতই উৎসারে
প্রাণের জোয়ারে।

বর্ষার ঢেউ ওঠে আকাশে কোথায়
প্রাণের জোয়ার
থেকে থেকে হাওয়া দেয় নরকের ত্রাসে গড়া
মরীয়া শহরে তাসের কেল্লায়
দীর্ঘশ্বাসে হাওয়া দেয়
নানানগলায় নানাস্থর মৃদুচড়া
ল্যাম্পপোষ্ট সিগনালিং হাততালি থেমে যায়
জোড়াতালি শহরের উলঙ্গ জেল্লায় জীবনের কুৎসিত উন্মাদ ব্যর্থতা
নেমে যায় থেমে যায় জল পড়ে
পাতা নড়ে চিকি মিকি গলিতে রাস্তায় গাছের পাতায়
মন্দাকিনী নির্ঝরিণী শীকরে শীকরে জল পড়ে
তারপরে জেগে থাকে অতন্দ্র আকাশ
মেঘের জটায় লেগে থাকে স্নিগ্ধ হাসি
ভ্রুকুটির ঝড়ে ত্রিনয়ন ছড়ায় প্রসাদ প্রেমের ছটায়

আমরা উভয়ে বারেবারে দেখেছি সে সম্মিলিত বাদ প্রতিবাদ।
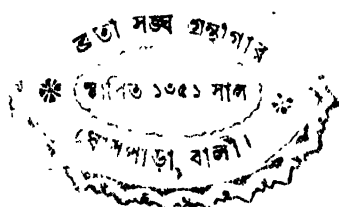
হাসানাবাদেই

মাস্‌তুতো কোটালেরা হল হিমশিম ।
আকালের দেশে এল দৈত্যদানো,
রাক্ষসী মায়া হানে ঘুমে জাগে সব
মাতাল আঁধারে হাঁকে সবাকে হানো
কঙ্কালে কঙ্কালে জাগে কলরব ।—
লালকমলের হাতে নীলকমলের
রাখী বেঁধে অতন্দ্র রাম ও রহিম ।

হাজিগঞ্জ কাজীগঞ্জ রামগঞ্জ খাস
আকালের দেশে বহু অরাজক গাঁয়ে
রাক্ষসী মায়া হানে, ঘুমে জাগে সব ।
কুহক আঁধারে নোয়াখালি ত্রিপুরায়
কঙ্কালে কঙ্কালে জাগে কলরব ।—
হাটে বাটে নৌকায় খালে সারে সার
অতন্দ্র ঘোরে হরি ঘোরে আব্বাস্‌ ।

মানুষের দানোপাওয়া হিংস্রপশুর
হন্যের চেয়ে ঢের ভীষণ আঁধার

মরীয়া সে মায়া হানে করে দেয় চুর
শতশতকের ঘর, অনেক সাধার
জাগ্রত মুক্তির আভাস পেয়েই
রাক্ষসী রাণী বুঝি ভয়ে হল হিম—
মরণ কাঠি যে তার হাসানাবাদেই
এক হাতে ভাঙে শত রাম ও রহিম
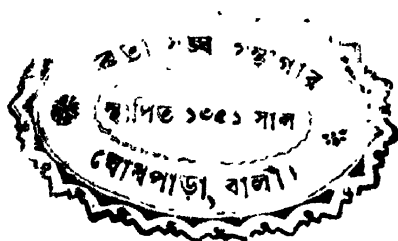
এঁরা ও ওরা

কি ভীষণ বীর ! কান করি ঝালাপালা
কুস্তির হাঁকে, হুম্‌কির নেই শেষ ।
জনসাধারণ অতি সাধারণ ! দেশ
তটস্থ বটে, গরীবরা তবু কালা
ছেচল্লিশেও মালিকানা-বিদ্বেষ

ভোলে নাকো দেখি । অতি-অভাগ্য দেশ !
জনসাধারণ অতি সাধারণ জন
সর্দারী বরদাস্ত করে না, পণ
আজ ধরে টানে বিয়াল্লিশের রেশ ।
দাঙ্গার গানে ঘুমপাড়ানির ক্ষণ

কেটে যাবে নাকি ? ধর্মঘটের জ্বালা
কবে যে চুকবে ? মালিকানা-বিদ্বেষ !
এর চেয়ে আহা দাঙ্গাই ভালো বেশ ।
আমলারা পাশে, সবাই ধরেছি পালা—
গদিয়ান্, তবু হাতছাড়া হবে দেশ !

নেতার আসনে আমরাই সর্দার,
তবু শোনে নাকো অতি-অভাগ্য দেশ !
ভায়ালোরে কাশ্মীরের রাগের রেশ
পৌঁছায় দেখি, ত্রিবাঙ্কুরের মার
নিজামেও কাঁদে, হাসানাবাদের তার

গাঁয়ে গাঁয়ে যায়, চেঁচায় খবরদার !
গদিয়ান, তবু এতো হল বড়ো জ্বালা !
হুম্‌কি তো দিই। কুস্তির নেই শেষ,
তবুও যায় না রাজার উপরে দ্বেষ !
অদ্ভুত দেশ, আমাদেরই বলে, পালা,
বলে নাকি, সুখীস্বচ্ছল হবে দেশ !
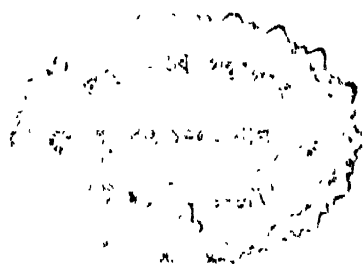
ছড়া ঃ লালতারা

জন্মে তোমার উঠেছিল লালতারা,
বাহু তুলেছিল মৃত্তিকা অম্লান,
আকাশে আকাশে উচ্চৈশ্রবা হ্রেষা,
কালপুরুষেরা ধরেছিল এক তান।

রুদ্রের হাসি প্রেমের বহ্নি উমার
তোমার বাহুতে মুদ্রায় টলোমলো
তোমায় জানে না এরা তো কেউ কুমার !
কতো রাক্ষসী মায়া না ছড়ায় বলো।

বাধাক্ দাঙ্গা, রাঙাক্ রক্তে মাটি
গর্দান দিক গাঁয়ে গাঁয়ে ঘাটে হাটে
শহরে পাহাড়ে বাঁধুক না শত ঘাঁটি
ধূমকেতু যতো তারার লালেই কাটে।

আকাশে বাতাসে ঘুরুক গুপ্তচর
তাই কি পক্ষীরাজের থামবে ওড়া ?
মাঠে বাটে ঘোরে বরকন্দাজ শত
তাই থমকাবে তোমার প্রাণের ঘোড়া ?

যুগ যুগ ধরে কালের সাগর সেঁচে
বীরের রক্তে মাতার অশ্রুজলে
জয়যাত্রাকে রুখবে কে ছলে বলে
অন্ধ চোরায় গড়খাই কাদা যেচে ?

শুনেছি বিদেশে মেতে উঠেছিল নদী,
রাজার সেপাই কাদা দিয়ে তাকে রোখে,
ভেঙে ধায় বান, ইতিহাস নিরবধি
টেমসেরই মতো ছুটেছে, কে তাকে রোখে ?

পড়ুক না গুলি, উঠুক না শত কোড়া
বাংলায় গাঁয়ে পাহাড়ে কলকাতায়
তবুও কুমার ছুটেছে তোমার ঘোড়া
তড়িৎ ট্রামের চেয়েও ত্বরিত পায়ে।

দু চোখে তোমার ধিকিধিকি লালতারা,
উত্তোলবাহু আগুন বাঁধানো মুঠা,
দেশবিদেশের রাক্ষস দিশাহারা
ছুটেছে মরীয়া ইল্লিদিল্লি ঠুঁটা।

বৃথাই ছড়ানো রক্তের লালধারা,
গাঁয়ে ঘাটে হাটে জন্মের লালতারা
জ্বলে যে তোমার পদক্ষেপের ছাটে
দেশে দেশে জ্বলে দুরন্ত পাখসাটে।

খোলেনি খোলে না তোমার ঘোড়ার খুর
প্রাণে ইস্পাতে পিটানো সে অভিযান।
তোমার বাহুতে তাই ভীরু বন্ধুর
দেশে দুর্জয় গরজায় জয়গান।

স্বর্গ হইতে বিদায়

(মিলটনের অনুসরণে)

তখনও হয়নি বিতাড়িত মিলটনের লুসিফর্,
তেত্রিশ কোটির প্রাণে সাধ হল জীবনে দুর্বার
স্বর্গের একতা প্রমাণের, শয়তানির বিরুদ্ধে তাই
দেব দেবী গন্ধর্ব কিন্নর মিলাল অসংখ্য বাহু,
নির্ধারিত একতা দিবস। উদভ্রান্ত শয়তান ভাবে,
গুপ্তমন্ত্রণায় শয়তানবাদীরা ভাবে, মশামাছি ভাবে,
রোগবীজাণুরা ভাবে, বেলিয়াল, ম্যামন চিন্তিত
—শয়তানের দিন তখনও হয়নি গত, তবু কিনা
তেত্রিশ কোটির এত স্পর্ধা, শয়তানী শাসনে থেকে
অসহ্য সাহস! ধীরে জানায় ম্যামন্, ধীরে ধীরে
বিরাট উদরভাণ্ড দুই হাতে ধরে' ধীরে ধীরে
খর্বকায় পায়ে উঠে: প্রভু কি উপায় বলো,
নরক কি অবশেষে স্বর্গ থেকে হবে নির্বাসিত
তোমারই শাসনে, সর্পকৌটিল্যের যুগে হবে অনুষ্ঠিত
তেত্রিশকোটির মিল! বেলিয়াল ম্যামন্ নচ্ছার,
তোমারই শয়তানবাদ ভেঙে যাবে দুঃস্থ হরতালে?
নীরব আঁধার চোরাকুঠুরি ক্ষণেক, স্নায়ু থরো থরো
বিদ্যুৎ মূহুর্তে সেই, তারপরে অজগর যেন

উত্থিত বিরাট মাথা, হাজার সাপের বিষ
মুখরিত দীর্ঘশ্বাসে, ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর আলোয়
ধূমকেতু উল্কাজ্বালা ছড়িয়ে, রসনা রুধিরে ভিজায়ে
নরকাধিপতি বলে, শয়তানবাদীরা হার কাকে
বলে তা জানে না, এখনও স্বর্গের ভার আমাদের
হাতে আছে, তবুও তেত্রিশ কোটি ঘোর স্পর্ধাভরে
শয়তানবাদীর শেষ কি সাহসে চায়, হে আমার
শয়তানবাদীরা, বলো ; আমাদের ত্রুটি স্বীকারের
দিন আজ, আমরা সজাগ শয়তানিতে গাফিলতি
করেছি অনেক, তাই জেগেছে তেত্রিশকোটি শত্রু
এক সম্মিলিত ধর্মঘটে। ছাড়ো এ স্বর্গীয় পথ
সৎনীতি, দৃঢ় ক্রূর সর্পিল পাপের ক্ষিপ্র পায়ে
ছড়াও বিভেদ, হিংসা, বীভৎস সন্দেহ ফিস্‌ফিসে
মুহূর্তে মুহূর্তে সব। অলকার পারিজাতবীথি
স্বাধীন স্বর্গের স্বপ্নে উন্মুখর অলকনন্দার
প্রাণস্রোত মন্দার মালায় রাখী বন্ধনের গান
ছিঁড়ে যাক্, পুড়ে যাক, ভেসে যাক গুপ্ত রক্তস্রোতে,
অন্ধ ভয়ে, জিঘাংসায় ছিন্নভিন্ন তেত্রিশকোটিকে
পাঠাও পাঠাও দ্রুত জাহান্নমে, দাবি করি আমি,
হে শয়তানবাদী, আত্মরক্ষাকল্পে জরুরি আদেশ
চুপি চুপি দিই। শোনো, দেবলোকে জনতাবহুল
বহু স্থানে পথে ঘাটে মোড়ে মোড়ে তোমরা ছড়াও
দারুণ খবর ভাই শুনেছ এদিকে, রক্তারক্তি
ছোরাছুরি, ইটা ইঁটি—ইত্যাদি রটনা অতিদ্রুত
ক্ষিপ্র পায়ে বাসে জীপে গাড়ীতে বা হেঁটে টেলিফোনে
সারা অলকায় সারা সহরের মুখে মুখে চালু
করে দাও। হে আমার গুপ্তচরদল, বেলিয়াল্
তোমাদের নেতা এই বাতাসে বাতাসে রটনায়।

আর শোনো শয়তানের সেপাই বাহিনী ! ছোটো সব
এলো মেলো এদিকে ওদিকে উন্মাদ জন্তুর মতো
ক্ষণিক হুঙ্কারে, ক্ষণিকে উধাও এ পাড়া ও পাড়া,
তেত্রিশ কোটির দম্ভ দূর করো বিষনিষ্ঠীবনে
আমার দুলাল এই ম্যামনের কৃতদাস সহ।
শুধু এক কথা—শত্রু হার মানে যেন সন্ধ্যাশেষে
স্পর্ধা হয় চুর।
কাঁপে বিরাট মন্ত্রণা সভা মিশ্র
সমর্থনে যবে শয়তানেরা উৎসাহে দাঁড়ায় উঠে'
মূহুর্তেক, তারপরে উদ্দাম উধাও গতি ছোটে
হাঙরের বেগে সর্পবেগে উন্মত্ত শৃগাল পাল
অলকার পথে পথে চৈতালির দক্ষিণ হাওয়ায়
যে যার নির্দিষ্ট কাজে নারকীয় কর্তব্য পালনে।
অন্ধ হত্যা হল সুরু, এদিকে ওদিকে দুচারটা
গুম্‌খুন, হাওয়ায় হাওয়ায় খুদে শয়তানেরা
সে খবরে তিলকে বানায় তাল, দ্রুত বেগে হানে
শহরের মোড়ে মোড়ে ; উদভ্রান্ত দেবতা যতো
গন্ধর্ব কিন্নর ভিড় করে' চেয়ে থাকে আশঙ্কায়
অসহায় শিশুর মতন, পরস্পর বিক্ষুব্ধ সন্দেহে।
দৌত্যের উৎসাহাধিক্যে বেলিয়াল চতুর শেয়ানা
টেলিফোন করে দেয় বাগদেবীকে এক চৌমাথায়
চলেছে ছোরার খেলা মর্মান্তিক বীভৎস হত্যার।
জিব্ কাটে, একি ভুল ! ঘটনার বিশমিনিট আগেই
রটনা বেতারে গেল ! বেলিয়াল উন্মাদ আবেগে
ছোটে চৌমাথায়, তার রটনা ঘটনা করিবারে।

সমুদ্র স্বাধীন

(অন্নদাশঙ্কর রায়-কে)

'কলমের গতি দেখ ; মনের গভীরে কল্পনার
কি গতি' শুধাও ?
মনের ফল্গুতে বন্ধু, একই-স্রোত অদ্বিতীয় মহিমায়
উধাও চলেছে জেনো উপছি উপছি
গ্রামগ্রামান্তের দীর্ঘপথচারী কুম্ভধারিণীর
বাজুর নিক্কণে দুই হাতে খোঁড়া সদ্য বালু-জলে।

মনে লেখনীতে নেই ভেদাভেদ, অথবা বলব
ভেদ যথা দেহে মনে, ভেদ যথা প্রিয় ও প্রিয়ায়,
আবেগে ও আলিঙ্গনে ভেদ যথা, মানুষে মানুষে,
অতীতে ও ভবিষ্যতে, সেই ভেদে অস্থির কলম
কথক নাচের কৃচ্ছে, মনের গুহায় ঘুরে'
বাহিরায় মনেরই আবেগে
লোহার খনির মতো, ধরিত্রীগুহার।

কিম্বা যেন মাতার রহস্য, সদা স্বপ্রকাশ
জঠরসন্তানে, তবু স্বসম্পূর্ণ নিজ নারীত্বের রূপে
রূপসী সে মাতা ও প্রেয়সী, আমাদের ডাকে অনির্বাণ
যৌবনপ্রপাতে, প্রৌঢ় খরস্রোতে, এমন কি
বৃদ্ধেরও শুদ্ধ মানসের সরোবরে স্মৃতিস্বপ্নে রতি

কুমারসম্ভবে যথা বারে বারে মননে বহায়
প্রশান্তপ্রবল মোহানার মোহ।

অথবা বল্‌ব

এই মন ও কলম ঃ এ যেন বা মহানদী, গঙ্গা বা কাবেরী
নর্মদা বা গোদাবরী, সিন্ধু বা শতদ্রু, তিস্তা বা যমুনা,
টেনেসির নদী, ভাবো ভল্‌গা, নীপার—
প্রাণস্রোতস্বিনী নদী, বিরাট জীবন
দীর্ঘ তটে তটে চলে প্রাচীন পৃথ্বীর
অতল মাটিতে জল ছলছল গতির কল্লোলে ;
কবিতা সে খাল, কাটা, গঙ্গার, তিস্তার,
কানানদী, দামোদর, আদিগঙ্গা, ময়ূরাক্ষী, মাৎলা, অজয়,
ভল্‌গা, নীপার কিম্বা মস্কভাই, প্রাণের প্রণালী সব
চৈতন্যের পাথরে পাথরে ; মানুষের হাতে গড়া। কিম্বা ভাবো ঃ
শৃণন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
চল্লিশশতাব্দী ধরে' কতো না চল্লিশকোটি এক বাণী
গায় কতোস্বরে কতো স্বরব ঞ্জনের ভিন্ন ভিন্ন
বিন্যাসে বিন্যাসে কতো ধ্বনি ব্যঞ্জনায় কতো না মৃত্যুর
হ্বয়ামি তে মনসা মন
সে পূর্ণে পূর্ণের যোগে পূর্ণ রয় পূর্ণের বিয়োগে
পূর্ণই একাকী
তাই সাম সত্য, সত্য সাম্যের সঙ্গীত।

তুমি বলো যুদ্ধ নয়, বৈয়াকরণিক দ্বন্দ্ব শুধু
তারা বলে দ্বন্দ্ব নয় নিপাতনে ধর্মযুদ্ধ বলে আর কাতারে কাতারে
পশু নয়, বণিকের বঞ্চনা আশায় লুব্ধ ভোলে মরে আর মারে

স্থাবর বিচারে অতীত ও ভবিষ্যৎহীন
অপঘাতে অপঘাতে পুড়ে যায় ধূধূ
দেশে দেশে কুম্ভীপাকে এদেশের দুস্থ ইতিহাস।

গ্রীক নাটকের নির্বিকার দেবদেবী নয়
এরা লুব্ধ ছলনার অনর্থক মৃত্যুর দালাল
সদসৎহীন, আকস্মিক স্বর্ণমারীচের কৌটিল্যে বিশ্বাস
এদের করেছে অন্ধ অতীত ও ভবিষ্যৎহীন
পাশা খেলে প্রাণের শ্মশানে পিশাচসিদ্ধেরা।

গঙ্গোত্রী এদের কানে বৃথা ছন্দনির্ঝর জাগায়
কপিলগুহায় জীবনের শেষ ধারা বয়
সে কথা ভুলেছে এরা. ভাবে শেষ চাল
তাদের ঘাটেই বাঁধা, মহল্লায় দেশ
আকস্মিক বর্তমানে অতীত ও ভবিষ্যৎ ভাবে নিরুদ্দেশ
অন্ধকারে লগির আগায়, পশু নয়, উন্মাদ মানুষ
কাপুরুষ শক্তির নেশায় ভাবে বন্দী মন্দাকিনী
রাজজীবিকার শূন্য পেশাদারী ঘাটে মুষ্টিভিক্ষু বর্তমানে
অসহায় অপঘাতে দায়িত্বের দ্বৈতাদ্বৈতহীন শয়তানের ঘাটে ঘাটে
নরকের প্রচ্ছন্ন ময়দানে
কবন্ধ জীবিকামাৎস্যে ঘৃণ্য চোরাহাটে।

জানে না তাদের বৈতরণী, গুপ্তচর বাঁধাঘাট, কূপমণ্ডুক হামাম
মাটির গভীরে টানে কালের বিরাট স্রোত
ন্যায়ের অমোঘ স্রোত, জীবনের জনতার আলোকিত অলকনন্দায়
পদ্মায় গঙ্গায়, প্রাণের অনন্ত স্রোত।

এই আকস্মিকের পুতুল হিন্দু ও মুসলিম এদেশ ওদেশ
অতীত ও ভবিষ্যৎ মুক্তি পাবে অসীম সৈকত
এক অজস্র প্রাণের মুখর সাগরে
মুহূর্তসত্তায় যেথা স্বাধীনতা কার্যকারণের দীর্ঘসূত্র চৈতন্যে আরাম।

তবু এই আকস্মিকে আকাশকুসুমে শশবিষাণে বিশ্বাস!
বিপ্লবী সহিষ্ণু চোখ জ্বলে, এই ভ্রম
ক্ষণিকের তরে বুঝি পণ্ড করে জীবনের উদাত্ত আকাশ
পল্বলে ঘোলায় বুঝি কালের কল্লোল, ধর্মঘট তেভাগার
জীবনের স্বচ্ছ আলোদীপ্ত নীল সাগরসঙ্গম।

বাক্য স্রোত, শব্দ চলে জোয়ার-ভাঁটায়
খাড়াই উৎরাই। পদক্ষেপে পদক্ষেপে দক্ষিণে ও বামে
অস্থির ও একাধারে ভাস্কর্যগম্ভীর, কোণার্কমন্দির যেন,
খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ডিত নৃত্যের সমগ্র স্তব্ধ ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় সমাহিত,
যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ একেকটি তড়িৎস্তবক।
আশে ছেড়ে, মিড়ে ও গমকে, হাজার দোটানা
কথাকে যে করে বিড়ম্বিত, অর্থান্বিত হাজার শ্রুতিতে,
আঘাতে বিরামে, তালের গতিতে আর লয়ের স্থিতিতে, ঠেকা আর বোলে,
লোহায় পিতলে নিষাদের খাদে বাঁধা অনন্তের আনন্দমন্দির
সংযোগের জ্যাবদ্ধ ধনু, উদ্যত, অধীন।
সুভাষিতাবলী মেশে অনির্বচনীয়ে, বাক্যে বাচ্যের সীমানা।
কবিতার খাল স্মৃতিতটের মুখর
কর্মিষ্ঠ স্বপ্নের রূপান্তর, বৃষ্টির নূতন জলে
বনেদী নদীর তরল দ্বন্দ্বের, কাঠের তক্তায়
কাদায় বালিতে পাথরে প্রাকারে

কংক্রিটের প্রতিভাস; সত্য তার প্রতিভাসে, বিজ্ঞানী ও সহজিয়া
প্রতিমায় অতি-কে বর্জনে, আত্মত্যাগে, আলেখ্য প্রস্তরে আরোপনে,
রহস্যের বিশেষ নির্দেশে, অসীম গণ্ডীতে, উমার উদ্বাহে
গণ্ডীবদ্ধ সত্য আর সত্যের অসীম দোঁহে
যে প্রতীকে প্রত্যক্ষের অর্ধনারীশ্বর।

অথবা উপমা দেব
নীলকণ্ঠে; শিবের জটায় মন্দাকিনী সহস্রধারায়
অলকনন্দায় গঙ্গায় পদ্মায় ভাগীরথী স্রোতে
বঙ্গোপসাগরে ধরা অধরার বেগ
অতল অতল মাটির পাতালে সগরমুক্তির
অগম্য সে কপিলগুহায়।

কিবা সত্য? শেখো অবগাহনের গানে
সহস্রধারার মিশ্র অঙ্গাঙ্গী গতিতে
হাজার দ্বৈতের নিত্য চলমান অদ্বৈতসাধনে,
অধ-উর্ধ্ব হিমউষ্ণ ছত্রধর বাতাসের মতো
বৃষ্টির ধারায়, বজ্রে, স্বচ্ছনীলে,
মেঘে মেঘে বিদ্যুৎবিলাসে, প্রলয়স্থষ্টির
চিরমিলনের এক হুঁহু কোরে হুঁহু কাঁদো সপ্তপদীগানে:
এ ভরা ভাদরে বঁধু লাখলাখ যুগ
হিয়ে হিয়া রাখনু যে—

সাগরসেঁচানো মেঘ
সাগরমন্থিত মেঘ মেঘের আবেগে ধারাজলে
মৃদঙ্গগম্ভীর নৃত্যে ভারতনাট্যমে, যমুনার নীলে
সুনীল সাগর।

সাগরেরই গান করি,
সাগরমন্থনে মেঘের মৃদঙ্গ শুনি, মানসহ্রদের
স্তব্ধ নীলে যাত্রা শুরু, দেশকালসন্ততিবিহীন গৌরীতে কেদারে
উন্মুখর মানসবলাকা, পর্বতের মতো সেও
হতে চায় বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
বৈশাখীতে, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
মেঘমাশ্রিত সানুতে।

অথবা নদীই ধরো
গণ্ডোয়ানা পর্বশেষে আমাদের দেশে
শতাব্দী শতাব্দী শত মন্দাকিনী কপিলগুহায়
বিপ্লবের সমাধিতে, যেখানে মানুষ মুক্ত
মানুষের অতীত প্রাকৃতে মানুষের মনে
প্রেম মৈত্রী মননের পরস্পর নিঃসঙ্গ আশ্লেষে
বার্ধক্য মৃত্যুর করুণায়, লোকায়তে অবসরে
লোকোত্তরে সম্পূর্ণ মানুষ।

মাটির মুক্তি জলে বৃষ্টিতে গেরুয়া বানের জলে
তামার মাটিতে সোনা
নদীর মুক্তি দুইতটে শত গ্রামের বটের তলে
যেখানে নিত্য মানুষের আনাগোনা

পাহাড়ের গান হাল্‌কা মেঘের ক্ষিপ্র চপল তালে
রুশ বালে যেন, পাহাড় হাওয়ায় ভাসে।
আস্তিকঅণু প্রাণ পায় জুড়ি নাস্তিক জটাজালে
বিদ্যুৎ উদ্ভাসে।

তুমি তো প্রেমিক, তোমারও হৃদয় বৈপরীত্য খোঁজে
তন্বীর বাহুডোরে।
সংসারী তাই যায় দুর্গম বহ্লীকে কাম্বোজে,
স্টালিনাবাদে বা সমরকন্দে ঘোরে।

আজ খোঁজে কাল, অতীত ও ভাবী চিরন্তনের ছকে,
চিরন্তন সে প্রাত্যহিকে খোদাই।
রজনীগন্ধা ঝরে' যায় ভোরে অম্লান কুরুবকে,
রাজা প্রজা সাজে তাই।

তোমার বাউলে মিলাই বন্ধু কাস্তের মেঠো স্বর
মানব না বাধা কেউ
ঘৃণা আর প্রেমে ক্রান্তিতে চাই জীবিকার অবসর
জীবনের তটে জোয়ার ভাঁটার ঢেউ।

* * *

জীবনে জীবন গড়ি, শতশত খাল,
কলমে কবিতা গড়ি জীবনে কবিতা,
শতশত তালদীঘি, খাল নদী, দুপাশে সোনালি খেত,
হাজারে হাজারে দেখ জমির মালিক
কৃষাণ, কৃষাণবউ ভূস্বর্গইন্দ্রাণী যারা
সুস্থ বাল্যে, স্বচ্ছল যৌবনে, বার্ধক্যপ্রসাদে আহা রূপসীরা
প্রত্যহের সুচির লীলায় কর্মে অবসরে
যে যার সংসার করে, এখানে ঠাকুরগাঁয়ে,
ওখানে বালুরঘাটে, কাকদ্বীপে, সুসং পাহাড়ে, সারা বাংলায়,
দেহ মনে দুই তটে, খেতে খেতে খামারে খামারে, রৌদ্রে জলে
দীপ্ত বাহু, দৃপ্ত উরু, পূর্ণসাধ মানুষ মানুষ
সত্য সেই সবার উপরে।

কাঠ খড়, কাদা মাটি, জোয়ার ভাঁটার
উৎরাই খাড়াই, পৃথিবীর পৃথুল শরীরে শতেক বঙ্কিমা
বিড়ম্বিত কলমের উপবৃত্ত ; অক্ষম কলম ; কিছুটা বা
স্বধর্ম শব্দের। চূড়ালা বোঝাও, শেখো রাজা শিখিধ্বজ
রাজত্ববিহীন স্বপ্নেরা সুষুপ্তি নয় জাগর সত্যও নয়
তবু জাগর জীবন সত্য হয় সবাই যে রাজা সেই রাজত্বেই
স্বপ্নাভাসে, স্বপ্নে ও জীবনে, দুই তটে উথলি' উছলি'
নিয়ে চলো জীবনের নিয়ে চলি উত্তাল ঊর্মিল
প্রতিশ্রুত স্বপ্নবীজ অবিশ্রাম ভাঙনের সাগরসঙ্গমে
সহিষ্ণু ঘটনা স্রোতে, রুদ্র সমুদ্রের, সংগঠনে, স্বাধীন সমাজে
স্বাধীন মানুষ স্বচ্ছ জীবনের, জীবনের উন্মুক্ত পত্তনে
সমুদ্র স্বাধীন ॥
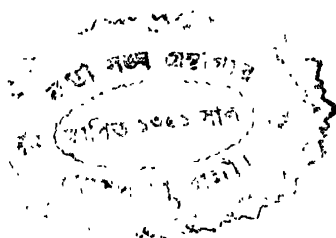
সাঁওতাল কবিতা

(রথীন্দ্রনাথ মৈত্র-কে)

১

দুটি ছেলে
তারা লাঙল চালায় লাঙল
লাঙল চালায় তিন পাহাড়ের গায়ে।

দুটি মেয়ে
তারা জল তোলে দুইজনে
জল তোলে ঐ ছোট পাহাড়ের ঢলে।

ওগো ছেলে দুটি
বাপকে আমার কোথাও
দেখেছ তোমরা লাঙল চালায় তিন পাহাড়ের গায়ে ?

ওগো মেয়ে দুটি
জানো কি আমার মা
জল তোলে কোথা ঐ পাহাড়ের ঢলে ?

দেখেছি আমরা তোমার বাপকে ঐ
ঐ হোথা ঐ উঁচু পাহাড়ের শিরে
আমরা দেখেছি তোমাদের মাকে বটে
ঐ হোথা নিচে সুদূর ঝর্না তীরে।

২

ঘাস কাটি ঘাস বড়ো পাহাড়ের পরে
প্রেয়সী ক্লান্ত কণ্ঠে তৃষ্ণা ভরে
প্রেয়সী আমাকে নিয়ে চলো ফাটে গলা
তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঝর্না তলায়

তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঝর্নাতলায়
জোঁকের রাজ্যি, কাজ নেই গিয়ে তায়
প্রেয়সী আমাকে নিয়ে চলো, ফাটে গলা
আমবাগানের পাশের ঝর্নাতলায় !

আমবাগানের পাশের ঝর্নাতলায়
প্রেয়সী রাখাল ছেলেরা জুটেছে নেচে
চলো যাই দোঁহে ময়নামতীর পারে
দীঘি থেকে জল খেতে দিও সেঁচে সেঁচে।

৩

শ্বেত পাহাড়ের দুইটি শুভ্র ঘুঘু
কি দুঃখে বলো উড়ে চলে গেলে দুঁহু ?
সে বুঝি দিনের প্রখর তাপের তরে !
আহা শিশিরেই উড়ে চলে গেল ঘুঘু।

৪

হে প্রিয় আমার
পাহাড়ে বাজাও বাঁশী
ঝর্নার ধারে শুন্‌ব বলে তা আসি
কলসী ফেললে লোকে বলে হল কিও !
যদি নাই আসি, বকাবকি করে প্রিয়।

৫

হে প্রিয় আমার
ধুলায় ঢেকেছে ডাঙা
আকাশ উষ্ণ রাঙা
নিয়ে চলো চলো আমায় অন্যদেশে
পৃথিবীর খাক্ মাটিতে পরিও জুতা
ঝাঁঝাঁ আকাশের তলায় মাথায় ছাতা
চলো নিয়ে চলো আমায় অন্যদেশে।
চলো যাই কিছু চালডাল বেঁধেসেধে
নিয়ে চলো আজ আমায় অন্যদেশে।

৬

প্রিয়তম, এসো নেমে আমাদের গাঁয়ে
দুদণ্ড এসো দাঁড়াই দুজনে, দুটি
কথা বলি গায়ে গায়ে
দুধ যদি চাও, করাব গো দুধপান
ছানা যদি চাও নিজে করি তাই দান
জানি সব সেরা পায়রার ঝোল রেঁধে
খাওয়ালে তোমাকে খুশিতে রাখব বেঁধে।

৭

কেনারাম বেচারাম
পিপর্‌জুড়িতে জমির নেশায় ঘোরে
লিতিপাড়া গিয়ে মাঝিকেই তারা ধরে'
নিয়ে' গেল বেঁধে কোন্ সাহেবের দোরে

৮

সিদো, কেন তুমি রক্তে করেছ চান ?
কান্হু, বলো তো কেন "হুল্ হুল্" গান ?
—আপন জনেরই জন্যে রক্তে নাওয়া
তাই বিদ্রোহ গাওয়া
বেনে ডাকাতেরা আমাদেরই দেশ ক'রে দিলে খান্ খান্।

৯

ঘাটে ঘাটে আজ পল্টন মাঠে মাঠে
সাহেবে বাবুতে দুহাতে চালায় কোড়া
পাহাড়ের বুকে বন্দুক বুঝি হাঁটে
কোন্ ঘাটে বলো নামাব আমার ঘোড়া ?

বন্ধু, আমরা যাইনাকো আজকাল
জঙ্গলে সেই ধানের ক্ষেতের আল।
তোমাকে তো ওরা দিয়েছে বৌটি বেশ
আমাকে দিয়েছে স্বামী সে খুব সরেশ
বন্ধু যদিবা দেখা হয় আজকাল
আমাদের ভুরু কাঁপে নাকো আঁখিপাতে
মুখ খুলে' যেন হাসি ফোটে নাকো দাঁতে।

(উইলিয়ম আর্চরের সৌজন্যে)

ছত্তিশগড়ী গান

(ভেরিঅর এলউইনের সৌজন্যে)

১

কি করে ভাঙলে
সোনার কলসখানি
বলো তো-কোথায়
হারালে তোমার জ্বলজ্বলে যৌবন ?

২

হিরণ-পাত্রে রুপালি ঢাকনা পাতা
এই আসা এই যাওয়া
তবুও তোমার যাওয়া-আসার পথেই
অন্তত এক-আধটা স্বপ্ন দিও।

৩

একটা কুকুর ডাকল কোথায় গাঁয়ে
স্বপ্নে ছিলাম ভেঙে গেল ঘুম—
কিছু নেই কেউ নেই।

৪

তোমার দু'চোখ ওড়ে দুটি প্রজাপতি
প্রেয়সী তোমার মাথায় কোঁকড়া চুল
হে প্রেয়সী তুমি সুন্দর সুন্দর
চাটুতে যে রুটি পুড়ে গেল হায় হায়
ক্ষুধায় কাতর সাঁঝের পাতের সাথী
তোমার দু'চোখ ওড়ে দুটি প্রজাপতি
হে প্রেয়সী সুন্দর।

৫

যেন বা বাতাসে
পিয়াল গাছের শাখা
ও তনু শরীর
আমার বাতাসে দোলে।

৬

পূবে মেঘ জমে
দক্ষিণে বারি ঝরে
তোমার সদ্য যৌবন ওগো প্রিয়া
অগ্নিবৃষ্টি করে।

৭

আমার শূন্য হিয়ার অন্ধকারে
সে আনে আঁচল-আড়ালে প্রদীপখানি
তাইতো আমার গৃহটি আলোয় আলো।

৮

(লেজারে লেঙ্গা লেজা রে)
হে শ্বেতকরবী তোমার তুলনা নেই
চয়নিকা তুমি হাজার মুখের ভিড়ে।

৯

ও রূপসী মেয়ে
ফুল ফোটে রাতারাতি
আমরাই যারা একদা ছিলাম ছোটো
আজ প্রেমে প্রস্তুত।

১০

চাঁদ উঠে আসে
অনেক তারার ভিড়ে
যদি না চাও আমায়
যা খুশি তোমার কোরো
আমি তো যাব না যাব নাকো আমি দূরে
তোমাকে যে মন চায়।

১১

তুদিনের চাঁদ
বাড়িতে সবাই খেলায় রয়েছে রত
হে প্রিয় তোমায় স্বপ্নেও পাই নি যে
আর মাঝরাতে জেগে উঠে খুঁজে দেখি
তখনও তো তুমি নেই!

১২

কি করে যে হব পাহাড়ের সার পার ?
তুমি বিনা সিধা মাঠ সেও পর্বত
তুমি বিনা যে গো ভরানদী আকালের
শুকনো ডাঙার ছিরি
তুমি বিনা শ্যাম ফুলন্ত গাছ
কালো পোড়া কাঠ যেন অরণ্যদাহে।

১৩

তোমার খেয়াল, তোমার যা কিছু রুচি
তাই নিয়ে থাকো তুমি
নীতিপরায়ণ নাও যদি হও তবু
যতোদিন মধুমাখা ও জিহ্বা আর
খাওয়া-দাওয়া ঠিক তদ্বির করো, থাকো

"নদীতে", বল্লে তুমি
গেলে তো কিন্তু পুকুরেই নাইতে
মিথ্যুক গোণ্ডীন্
আমাকে ঠকালে আবার !

১৫

টাকা টাকা ধুতি
আটআনার জুতাজোড়া
চার-আনার টুপি

আর দু-আনার তেল
সব গায়ে দিয়ে শোনো বলি ওগো ছেলে
পালাও আমাকে নিয়ে।

১৬

দারোগা সাহেব
এ কী সুখবর বদ্‌লি হলেন
এক পয়সায়
তিনি কিনতেন মুরগী ও ডিম
দারোগা সাহেব ছাড়া আর কেবা
এক পয়সায় বাজারে কিন্‌ত কাপড় ?

উরাওঁ গান

(উইলিয়ম আর্চরের সৌজন্যে)

১

বাঁশপাহাড়ে আগুন জ্বলে
মেঘে মেঘে বজ্রের হাঁক
মরদরা সব শিকারে যায়
মেঘে মেঘে বজ্রের হাঁক।

২

দেখ দেখ মেয়ে শার্‌হুল চাঁদ
খড়ে বাঁধা যেন টোকা
দেখ মেয়ে ভোরে চাঁদ ঐ চাঁদ
খড়ে বাঁধা যেন টোকা।

৩

ও মেয়ে তোমার মা যে
তোমাকে পালছে কালো কোয়েলের মতো
পাল্‌ছে দেহাতী ছোকরার তরে মেয়ে
তোমাকে পালছে কালো কোয়েলের মতো

৪

ফোয়ারার পাশে জীবনমরণ গাছ ঐ
ঢেলা ছোঁড়ো, জুড়ি, কুড়াব আঁচলে ফুল
ঢেলা ছোঁড়ো পাড়ো গুলঞ্চ ফুল যদি
তবেই তোমার সঙ্গে নাচব ভেজা।

৫

ওগো ওকি পাখী নদীতে ডুক্‌রে কাঁদে
ওগো ওকি পাখী রাত্রে ডুক্‌রে কাঁদে
ডাহুক ডাহুক কাঁদছে নদীর বাঁকে
ময়ুর কাঁদছে আঁধারে রাতের ফাঁদে।

৬

বন্দী পাখীরা, জন্তুরা সব জীব
জিব দিয়ে লেখে মুখের রক্ত চেখে।
ব্রিটিশ্‌ শাসন
আদালতে কড়া বিচার ভাষণ
লেখে সব যার যেমন খেয়াল লেখে

৭

রাঁচি শহর দেখরে ভাই
পল্টন কতো হাঁটে
দেখিরে দেখি শুধুই গোরা
ফৌজ পথে ঘাটে।

৮

ওগো মা আমায় কোন্ দেশ থেকে আনবি কন্যে বল্
কোন্ দেশে থেকে আনবি কন্যে মোর ?
রয়ে বসে বাছা বাছারে হোস্ নে হন্যে
নাগপুর থেকে আনব কন্যে তোর।

৯

গাঁয়ে যাবে যাও
কিন্তু যেয়ো না যেয়ো না মেয়ের ভিড়ে
যেয়ো না মেয়ের ভিড়ে
মেয়েলি পাড়ায় খিল্‌খিল কলরব
ভেজে না রে ভাই চিঁড়ে।

১০

ঢোল কেনো ভাই লালু কেনো এক ঢোল
ভাববি বুঝিবা বউ এনেছিস্ পাটে
ঢোল যাদি ভাঙে লালু ভাই ভাববি রে
বৌটা পালাল কে জানে রে কোন্ হাটে।

১১

ও ভাই তোমার, বাজুবন্ধের জোড়া
জলে পড়ে' গেল জলে
সকালে তোমার বাজুবন্ধের জোড়া
জলে পড়ে গেল জলে।

১২

ময়নারে ও রে ঝরিয়ার ময়নারে
হারে মেয়ে ঐ ফাল্গুন চলে যায়
আঁচড়াও চুল যতনে বানাও সীঁথি
বাঁধো কালো খোঁপা বিনিয়ে বিনিয়ে হায়
হারে মেয়ে ঐ ফাল্গুন চলে যায়।

১৩

হারে হারে এই আমার কপালই পোড়া
ও পিপুল গাছ
ও গো মেয়ে দুটি পিপুল গাছ তো ঐ
কী মধুর
কাঁচা তিতো কীবা তিতো কাঁচা
পাকা কী মধুর ও গো মেয়ে আধোপাকা
মধুর মতো মধুর॥
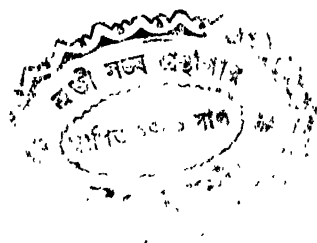
চৈতে-বৈশাখে

(অমিয় চক্রবর্তীকে)

I would instead like you to bury it here—গান্ধীজী, এশিয়া সম্মেলন

চিরকাল নিঃসঙ্গ হৃদয়
রাত্রির আঁধারে একা জাগে নির্নিমেষ মহাশ্বেতা
নিঃসঙ্গ হৃদয় চিরকাল
কতো সন্ধ্যা গোধূলি সকাল
হৃদয় নিঃসঙ্গ
চিরকাল এক পূর্বরঙ্গে শেষ
স্নায়ুর তিমিরে শেষ নির্নিমেষ বিনিদ রাত্রিতে
সবারই উদ্দেশ
হাজার যাত্রীতে তাই মুখর হৃদয় শবরী শর্বরী জাগে নিঃসঙ্গ আশায়
চিরকাল নিঃসঙ্গ হৃদয়
শূন্য এক প্রত্যক্ষের প্রতীক্ষায়।

সে প্রতীক্ষা কার? সেই প্রত্যাশা কিসের
নিঃসঙ্গের ফের বাঁধে নিঃসঙ্গ হৃদয়
শ্যামলী শবরী কিম্বা গৌরী মহাশ্বেতা
কিম্বা অহল্যাই
নিঃসঙ্গ পাষাণ চিরকাল
তাই রুক্ষ আরাবল্লী, বিন্ধ্য, সাতপুরা, মাইকাল্
খুঁজে মরে আপন দোহার

বৃথা সান্ধ্যভোজ বৃথা বিশ্রম্ভ আলাপ
মেলে না দোসর
সান্নিধ্যে সাযুজ্য নেই গুঞ্জনে মহিমা
উষর হৃদয় একা স্টক এগ্‌ শেয়ারে
নিঃসঙ্গ পাহাড় শুধু উষর পাথর ধূসর পাথর
ঘোচে নাকো অভিশাপ, প্রাণ কোথা
দপ্তরে চেয়ারে শুধু অহল্যা পাষাণ।

চিরবিপ্রলব্ধা শোনো ছাড়ো পাহাড়ের চূড়া
চূর্ণ হোক সে উপমা
উপত্যকা বেয়ে এসো নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে, তরমুজের চরে চরে, খরস্রোতে
সমুদ্র কল্লোলে
নিঃসঙ্গ সমুদ্রে এসো
এসো জনসমুদ্রের জোয়ারে জোয়ারে
উদ্বেল সফেন জলে অসীম একাকী
মাতৃ-সমা প্রতিমায় অগণিত তরঙ্গে তরঙ্গে ঘৃণা আর ক্ষমা
নীলে নীলে একাকার জীবনে জীবনে কামনায় কামনায়
মাছে ও শুশুকে মাছে কাছিমে শালিকে
শত শত মাছ শত শুশুক কাছিম শত পাখী
নিঃসঙ্গ সমুদ্র প্রাণকল্লোলে একাকী
দিকে দিকে তরল মুখর ক্ষিপ্র তরঙ্গে তরঙ্গে নির্নিমেষ
সমুদ্রেই তোমার উদ্দেশ।
সমুদ্রেই ডাকি।

অনন্ত মন্থর দিন দগ্ধ দিন বৈকালী বৃষ্টির দিনগুলি
ভাঙা আয়নার দিন, বেচাল চালুনি আর বিচ্ছিন্ন সূতার দিনগুলি

মুদিত চোখের দিন সপ্তসমুদ্রের পারে দিগন্তে বিলীন
একঘেয়ে মুহূর্তের দীর্ঘ দিন বন্দীর শৃঙ্খল দিনগুলি

আমার হৃদয় সেও এতোদিন দীপ্তি পেয়েছিল ফুলে ফলে
পাতায় পাতায় আজ আমারও হৃদয় নগ্ন প্রেমের অঙ্গার
কোথায় উষসী উষা মাথা তার নুয়ে পড়ে মধ্যাহ্নের আগ্নেয় ভৃঙ্গারে
পরাধীন দেহ তার নুয়ে পড়ে অর্থহীন বাহুল্যে গরলে

অথচ দেখেছি আমি এ বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর নয়ন
তুষার দেবতা তারা ইন্দ্রনীলমণি জ্বলে দুহাতে যাদের
প্রাকৃত দেবতা তারা বিহঙ্গম তারা মৃত্তিকার
এবং জলের পাখী দেখেছি তাদের

আমি যে শুনেছি সেই ঠাকুরগাঁয়ের ছোটো কুটিরপ্রাঙ্গণে
দম্পতির মৃত্যুহীন দৈবী প্রেমে তীব্র আলোচনা
যে প্রেমে গ্রাম্য সে ইন্দ্র ইন্দ্রানীরা জীবনমৃত্যুর ব্যবধান
মুছে দেয় জীবনের ঐক্যে। আমি সেদিন দেখেছি

ডকের খালাসী এক ভিক্ষাপাত্র বয়, চোখে দুচোখ রেখেছি
সে চোখে ভিক্ষার লেশমাত্র নেই, উদার নয়নে
উন্মুক্ত মৈত্রীর ভাষা, সহজ নির্ভরে
সে যেন সন্তান কোনো অলকার গন্ধর্ব কিন্নর
কিম্বা কোনো দেবতাই

তাদের পাখার ঝড় আমার পাখায়
তাদের উড্ডীন গতি
আমি জানি শুধু এই যন্ত্রণা প্রহরে
তাদের উধাও গতি নক্ষত্রে নক্ষত্রে আর আলোর ধাক্কায়

তাদের সে মর্ত্য গতি কালবৈশাখীর গতি পাথরে পাথরে
তাদের পাখার ঢেউএ ঢেউএ গতির প্রয়াণ
আকাশের ঘাট ধুয়ে' ধুয়ে'

আমার ভাবনা বাঁচে জীবনমৃত্যুতে দুইতটে বলীয়ান।

(এ মৃত্যু মৃত্যুও নয়, সেকথা শেখালে তুমি
হে প্রাজ্ঞ লেনিন! ভুলি নি, চূড়ালা!
অবীচিকর্কশ শুধু পঙ্কক্লেদে ভেসে যায় ডালা
মরণের শূন্যমরু অগ্নিস্রোতে,) নিরানন্দভূমি
নরকের অট্টনাদে আকস্মিকে অমানুষ পরম্পরাহীন

পড়ে' থাক্ এ আত্মঘাতীর অনাদ্যন্ত খেয়োখেয়ি
ঘেয়ো কুকুরের মতো অন্ধকারে উচ্চকিত দিন
শুধু স্বর্ণপদলেহী রাজত্বের ভাগবাটোয়ারা শত শিখিধ্বজ
দুঃস্বপ্নগৌরবে কল্পনার ফোয়ারায় বিদেশীর পায়ে দেহি দেহি
স্বদেশের রক্তপঙ্কে নির্লজ্জ রৌরবে।

চলো যাই জীবনের তরঙ্গমুখর সমুদ্রসৈকতে
নীলে নীলে মুক্তিস্নানে, বালুকাবেলায়
শিশুর খেলায় স্বচ্ছ সমুদ্রের নীলামরকতে
স্ফটিকে পান্নায় মুহুর্মুহু রঙের খেলায়
হে তন্বী চূড়ালা! উর্মিকলরোলে
জীবন মুখর যেথা সুস্থপ্রাণ স্বচ্ছল ভেলায়

যেখানে রাত্রিরা স্তব্ধ রাত্রি নীল রাত্রি নীলে কালোয় অসীম
যেখানে দিনেরা দীপ্ত দিন

সূর্যের নয়নে জ্বলে হীরক অম্লান শান্ত শীত জলে
ইন্দ্রনীল আকাশের বিস্তারে বিস্তারে,
বালিয়াড়ি জ্বলে যেথা স্ফটিক প্রভায়
এমন কি মন্থর কাছিম
সমুদ্রশালিক সেও খাড়ির কিনারে কোনো নির্বাচনহীন
নিজে নিজে ডিম পাড়ে
বালির পাহাড়ে যেথা স্বচ্ছন্দ দম্পতি প্রাণের উৎসবে
পূর্ণরাতি চেয়ে থাকে জীবনের আকাশের নীলে
কিম্বা নীল সমুদ্রের সমান সুযোগে
মুক্তিস্নাত সামগানে উন্মুখর ঊর্মিল বিপ্লবে
উন্মুক্ত সম্ভোগে।

চলো যাই, হে চূড়ালা! বঙ্গোপসাগরে
মৃত্যুহীন সন্দ্বীপের চরে ভারতসাগরে চলো মামল্লপুরমে কোনার্কবন্দরে
কিম্বা চিল্কা সরোবরে কোকনদে রামেশ্বরে
ত্রিবাঙ্কুরে হস্তীগুম্ফা কাম্বে কিম্বা কচ্ছোপসাগরে
জাভায় বলীতে মার্তাবানে ওদেসায় আস্ত্রাখানে
বাটুম বা বালখাসে আরালে বা কারাকোলে কেউ
একই একই সব বাংলার ভারতের গাঁয়ে গাঁয়ে শহরে শহরে
চল্লিশকোটির প্রাণে দোলে
(দশকম চল্লিশকোটির নরকবর্জনে) জীবনের নীলে
সংহত নিখিলে
আসমুদ্র হিমাচল সমতল সমুদ্রের গঙ্গার পদ্মার সিন্ধুর ভল্‌গার
স্বাধীন স্বাধীন জলে জীবনের ঢেউ।

বৃষ্টি পড়ে
পাতায় পাতায় দগ্ধ পথে গলাপিচে ইঁটে

বৃষ্টি পড়ে আকাশে মাটিতে
মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে ছাতে ও ছাতায়
ভিটেয় মাথায় ভিতে বৃষ্টি পড়ে
বাংলায় ভারতেও বুঝি
দগ্ধদিনে বৈশাখীর বৃষ্টি পড়ে
ঈশানহাওয়ায় পড়ে ঝড়ের শান্তিতে পড়ে
বৃষ্টি পড়ে জলস্রোতে খানায় ডোবায়
বৃষ্টি পড়ে

নৃশংস নিগড়ে বাঁধা বৃদ্ধা মাতা বসুন্ধরা
ঝলকে সজল হাস্যে।
স্বচ্ছ স্মিত শান্তিজল ধরে
ঝরত যেমন ধারা বাল্মীকির যুগে ক্রৌঞ্চমিথুনের স্বরে
বড়ু চণ্ডীদাসের প্রাঙ্গণে
ঝরত যেমন বৃষ্টি যশোদার চোখে শিশু গোপালের গালে
ঝরত যেমন বৃষ্টি পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে
বিগলিত চীর অঙ্গে রিমি ঝিমি শব্দে শব্দে
রাত্রির আঁধারে ঝরে স্বচ্ছ শুভ্রধারা
লক্ষ লক্ষ মানসবলাকা
বার্তা আনে ঝাঁকে ঝাঁকে
অনরোনীয়ান্
কিম্বা যেন বঁধূয়ার হাসি
আমার আঙিনা দিয়ে যবে ভিজে' যায়।

সহজিয়া মানুষের মনের মাটিতে
বৃষ্টি পড়ে
শান্ত বৈশাখীতে দগ্ধ বিশ্বে একই কথা বলে বলে বারে বারে
জীবনের বিরাট সেতারে

সপ্তকের তারে বাজে উদারায় অনস্থির
দেহে মনে পথে ঘাটে অন্ধ আইনের সান্ধ্য এলাকায়
ধুয়ে যায় প্রাণ পায় একইস্থুর সমুদ্রের বৈশাখী বৃষ্টিতে।
বৃষ্টি পড়ে শুধু পোড়ে কংসের নিরেট মাথা
রাষ্ট্রবিদ ভ্রষ্ট মাথা
বৃষ্টি বুঝি পড়ে নাকো স্বর্ণলঙ্কাপুরে
দুঃশাসন উজীর কোটাল শুধু বৈশাখের দাহে জ্বলে
এদিকে বৈশাখী ধারাজলে
ছেয়ে যায় বাংলার বুঝি সারা ভারতের মানচিত্র থৈ থৈ
তবু অত্যাচারে আর অনাচারে
অস্থরে অস্থরে কুৎসিত কুস্তির হাতাহাতি হৈ হৈ
তপ্তকুম্ভে বৃথা বৃষ্টিপড়ে
বৃষ্টি পড়ে বাংলার বৈশাখী ধারায়
তবুও বিস্ময়ভরে বারেক না থমকায়
রাজত্বের উন্মাদ উত্তাপে নরকের ভাগবাটোয়ারা

তবুও অশান্ত সেই পাপে
বৃষ্টি পড়ে
সারাজীবনের মাঠে
জীবনের পথে ঘাটে গাঁয়ে গাঁয়ে জীবনের ঝড়ে
প্রাণের ফোয়ারা
শহরে সদরে অফিসে অন্দরে বৃষ্টি পড়ে
সমুদ্রের মন্দারে মন্দারে ঝড়ের দাক্ষিণ্যভারে
মানসের কুরুবকে হৈমবতী করকায়
ট্রামে ট্রামে কলের চোঙায়
আগুনে ধোঁয়ায় মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে
বন্দরের ডকে।

মে-দিন

মে-দিনের গান অক্ষয় প্রাণে
দুর্গত দেশে বঞ্চিত ত্রাণে
তোলে চৈতালী সুর

ওরা ভাবে ঢাকে কাল-বৈশাখী
মরণভিখারী শ্মশানের পাখী
মশানে পোড়াবে মেঘ

মে-দিনের গানে আসন্নত্রাণে
হে লালকমল হে নীলকমল
নাগপাশ ছেঁড়ো প্রাণ সন্ধানে
স্বর্ণলঙ্কা চূর্

ওরা কি বাঁধবে সমুদ্রশ্বাস
বৈশাখী মেঘ ঝড়ের বাতাস
রুধ্‌বে বজ্রবেগ ?

মে-দিনের গান কালবৈশাখী
ঝড়ে ডানা ঝাড়ে শ্মশানের পাখী
মরণই মরণাতুর

হাজার শকুন ওড়ে পথেঘাটে
মরীয়া ছলায় শত পাখসাটে
ঢাকে নাকি ঝোড়ো মেঘ ?

হে পৃথিবী আজ এরা উন্মাদ
তোমার সত্যে বৃথা সাধে বাদ
যুগান্তে ভঙ্গুর

কুটিল ভেবেছে কেউটে কামড়ে
কোটালে শকুনে পাখায় চাপড়ে
রুধবে বজ্রবেগ !

হে পৃথিবী মাতা ! বিশ্বজননী
দৃঢ় পদে কড়া হাতে দিন গণি
আশ্বাসে ভর পূর

বিশ্ব-মাতার এ উজ্জীবনে
বৃষ্টিতে বাজে রুদ্রগগনে
লক্ষ ঘোড়ার খুর

বিশ্ব-মাতার কোটী সন্তান
দেশে দেশে তোলে তুরঙ্গ গান
অমোঘ নিরুদ্বেগ

কোটী জলকণা এই জনতার
কাল বৈশাখী রোখে বলো কার
মেশিনগান বা চেক্ ?

হে পৃথিবী মাতা নীল ধারা জলে
বিদ্যুতে বাজে পুড়ে' খাক্ জ্বলে
হে লালকমল হে নীলকমল
পোড়া চোখ শক্রর

দুই হাতে ডাকে স্বাগত স্বাগত
পথে ঘাটে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে শত
উত্থান-বন্ধুর

মিলিত হাতের মে-দিনের মেঘ
তাজিক কাজাক্ রুশ উজবেগ
হে লালকমল হে নীলকমল
হাজার কসাক মেঘ।

জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস

মাছি ভন্‌ভন্‌ ওড়ে ভন্‌ভন্‌ !
শতেক ডায়ার্‌ শত ডনোভন,
শত ডায়ারকি, খাচ্ছি চরকি
প্রাণহন্তার বাজি, প্রাণমন

পুড়ে ছাই সব হল, যাও কোথা
কোথায় পালাও ? চারিদিকে গুঁতা,
এদিকে চোরাই বাজার, চোর যে
নিয়ে যাবে তুলে ঘর যে দোর যে !

তার চেয়ে শোনো মাছি ভন্‌ভন্‌
নরকের জ্বালা দেখ জনগণ !
ভুলো নাকো হাত মুণ্ডনিপাত
নরকের মাছি কে মারে কখন !

পাড়ায় কয়লা নেইকো ? ময়লা
প্রচুর প্রচুর হাটে ও বাটে

তেলের সর্ষে চোখেই ঝরছে
ময়দা ফয়দা জাহাজঘাটে ?

কোথায় পালাও : দেশে যদি যাও
উপোসীর হাড়ে পাহাড় গড়ে
দাঙ্গা বাধাতে পারে রে পালাও
কোথায় ? চড়কে কে কোথা চড়ে !

তায় চেয়ে শোনো নেবাও উনুন
পশ্চিমে লূর গাও শত গুণ
বাঁচতেই হবে ? ভাতে ভাত খাও
বসন্ত টিকা টি এ বি সি নাও

পাকিস্তানে ও বঙ্গভঙ্গে
খালিপেটে নাচো পিশাচরঙ্গে
যেয়ো নাকো গাঁয়ে তেভাগাকুঙ্গকে
চেপো নাকো ট্রাম, যেয়ো নাকো ডকে

ভদ্রলোকের নরকেই থাকো
নেহাৎ না হয় থেকে থেকে ডাকো
কোথায় ডায়ার কোথা ডনোভন্
মুখে মাছি চোখে মাছি ভন্‌ভন্।

ক্রিতীক্ দ'লা পোয়েসি

পল এলুয়ারের ফরাসী থেকে

অগ্নিময় পাঞ্চজন্যে জেগে ওঠে বন,
হৃদয় শিহরে, গুঁড়ি হাত পত্রপুটে,
চরম চরম সুখ ব্যূহ-ঘন-মিলে,
আলো ছোটে দিকে দিকে তরল মাধুরী,
সারাটা বন যে এক মিতালির বন,
মিলেছে সবাই যেথা সবুজ নির্ঝরে,
জলন্ত বনের আর জীবন্ত সূর্যের।

গার্থিয়া লোর্কা-কে তারা চড়িয়েছে শূলে

একটি কথায় গাঁথা যেন সারাবাড়ী,
জীবন-সর্বস্ব মিলে মেলে ওষ্ঠাধর,
সুকুমার শিশু এক অশ্রুহীন চেয়ে,
অনাবৃষ্টিদগ্ধ তার চোখের তারায়,
দীপ্তি পায় ভবিষ্যত অক্ষয় ভাস্বর,
বিন্দু বিন্দু ছেয়ে' যায় প্রতিটি মানুষ
কানায় কানায় প্রতি চোখের পাতায়,

স্যাঁ-পল-রূ-কে তারা চড়িয়েছে শূলে,
মেয়ে তাঁর প্রাণহীন নৃশংস হত্যায়।

কৈলাসের কোণ যেন তুহিন সহর,
স্বপ্নে সেথা ফল দেখি এখনি মুকুলে,
সারা আকাশের আর সারা পৃথিবীর,
অসহায় বস্ত্রহীন কুমারীর দশা,
কোন্ দ্যূতক্রীড়া এ যে কোথা এর শেষ,
প্রাচীন পাথর ভাঙা নিস্তব্ধ দেয়াল,
দূরে রাখি তোমাদের হাসির প্রসাদ,

দেকূর্‌কে চড়িয়েছে শূলে।

ব্রত

আঁদ্রে মোরেল

মহাব্রত, ত্যাগের ঘোষণা
রুদ্রব্রত, প্রচণ্ড শোচনা
নবজন্ম চড়কে করাল
প্রভু, একি দুরন্ত আকাল
ছেড়েছি তো সব কিছু মোরা
ফুলফল, জীবন পসরা
ছেড়েছি তো মাধুরী পুলক
ছেড়েছি তো মায়া দয়া শোক
ছিন্ন ভিন্ন শান্তির নির্মোক
দীর্ঘ হল আমাদের ব্রত
সুদীর্ঘ বিবস্ত্র অনাহার
তবু প্রভু যদি বা তোমার
কিবা সাধ রাখি অনাহত !

আমরা

জুল্ সুপেরভিএই

আমরা যে আত্মহারা প্রব্রজ্যায়,
বাহুতে যে প্রতিষ্ঠ স্বদেশ,
প্রত্যেকে ধরেছি ইষ্ট সঙ্গোপনে,
ভাবি কেউ পায় না উদ্দেশ
দুর্লভ শ্রেয়সী হাতে, কি উদ্বেগ
জন্মমৃত্যু মুহূর্তে উচ্ছসি'—
আবির্ভূতা—একি সেই জন্মভূমি
স্বর্গাদপি সেই গরীয়সী ?
প্রত্যেকে ধরেছি মূর্তি—যথাশক্তি,
প্রত্যেকেই বাহুর তর্পণে
প্রত্যেকে আপন বিম্ব দেখি বুঝি
অন্তহীন অতল দর্পণে ।

নীরদ মজুমদারের জন্য

ত্রিকূটের টিলা লালে লাল হল মেঘডম্বরু নীলে,
সবুজ ও লালে লাল।
বাবুডির আঁকাবাঁকা লাল পথ মেঘে ও পলাশে লাল
একাকার প্রায়, পিসারোই নাজেহাল।

চিৎকাটে আজ উত্রিল্লো-ঘন গ্রাম্য গলির মায়া
শরৎ মেঘের হঠাৎ বাংলা-ঘেঁষা অশ্রুর নীল,
থরো থরো কাঁপে ফিরোজা সমুখে বিল,
সহৃদয় নীলসঘনঘটায় দিগ্‌রিয়া দূর, দূর
ত্রিকুটে জড়ায় দোঁহায় পূবের হাওয়ায় হারায় কায়া।

উৎরাই আর খাড়াইতে চোখে জুটেছিল আস্বাদ
মুক্তির নীল শ্যাম মরকত শুচি কাঁকরের লাল।
ধানের সবুজ নেমে যায় স্মিত মাঠের পান্না টানে—
সপ্তদশীর স্বচ্ছের জের তিরিশে শ্যামলে খাদ,
পাহাড়ের নীলে সিরিয়ার কালো বাধে না বিসম্বাদ—

মানুষেরই বাধা, চুরাশি মৌজা, একগাঁটি জোটে ধুতি।
তবুও অসীম ধৈর্য হৃদয়ে, বায়েঙ্গা প্রাণ বাঁচে
অমর বাস্তুতে, আউষের খেদ আমনের আশা যাচে,
বাজরা ভুট্টা যা হোক্, থাকুক্ হিম্মৎওয়ালা প্রাণ,
চাষীর ঘরে যে অবিনশ্বর অক্ষয় সে বিভূতি।

ছড়ায় নীলিমা, ছুটে আসে জল, গেয়ে ধায় সাঁওতাল
চানোয়ার পারে শালবনঘেরা সান্ধ্য ঘরের দিকে
ত্বরিত গায়ক গাড়োয়ান ভাঙা হাট ছেড়ে চলে, শাল
বনের কিনারে, দুরন্ত টানে ছুটে' চলে অনিমিখে
বেগের বন্যা রাখালের মেয়ে, আমরুয়া দেয় ডাক।

জীবনের কোন্ ইন্দ্রনীলের গভীরে যে ঝাঁকে ঝাঁক
বলাকারা জাগে, নীলিমার আগে ভাসে মানসের স্রোতে।
মনে হয় জয় কাপড় চাহিদা ফসলের দাবী দাওয়া।
কালো বাজারের মূঢ় স্বার্থের দাগ ধুয়ে মিঠা হাওয়া
লাল পথে মাতে দের্‍্যার সবুজে ত্রিকুটের নীল হতে।

স্বচ্ছ হরিতে জেগে ওঠে ঋজু শাল
আকাশ পৃথিবী ব্যেপে দানছত্তরে
ভেরোয়াটানের অন্ত্যজ গ্রামে গেয়ে যায় মেলা সুরে
রক্তিমপটে পিকাশোর পেশীস্বচ্ছল সাঁওতাল॥

এ নীল আলাপে কাটে না প্রাণের মীড়
আমার সত্তা তোমার মূর্ছনায়
দীর্ঘ সে মিলে তারে ও আঙুলে চিড়
লাগেনি, আকাশে মীড়ে মীড়ে দেখ ছায়।

স্কেচ

দুচোখ ধাঁধায় বাঁধ জ্বলে যায় লাল চলে জ্বলে হীরা,
দুটি ছোট বোন ছবি আঁকে, তারা ইরা।
রিখিয়া পৃথুল পুড়ে খাক হল শ্যামাঙ্গী দিগ্‌রিয়া
সবুজে ও নীলে দূরের তন্বী প্রিয়া।
প্রখর মেঘের স্ফটিক বেগের উড়ন্ত জটায়ুরা
শরতের নীল আকাশে পাহাড়ী চূড়া।
বর্ষার ধ্বসা লাল খাদ চলে অবিরাম উঁচু নিচু,
প্রবাল দ্বীপের হঠাৎ আবেগে হারায় সামনে পিছু।
এ আলোছায়ার ইন্দ্রপ্রস্থে দিশাহারা চোখ—ইরা
তারাকে শুধায় মাটির মায়ায় শালে ও পলাশে হীরা
চুনিপান্নায় কে বসায় জানি, অসংখ্য রেখা টানে!
মেদুর তন্বী টিলাগুলি নীলে মেলে অগম্য হিয়া
বিলায় হৃদয় দূর ত্রিকূটের সংহত সম্মানে
ত্রিকালের মতো কঠিন ত্রিকূটে চেয়ে থাকে দিগ্‌রিয়া

পারুলের ছড়া

তুমি ভাবো ভাঁড়ে ফুটো হবে নাকো বটে
সুয়োরাণী তুমি চেনো না তোমার দুয়ো।
তোমার প্রতাপ কোটালের চালে রটে
তুমি জানো নাকো তোমার রাজাও ভুয়ো।

লুটপাট করো দাঙ্গাহাঙ্গামাতে
তোমার প্রতাপ কোটালের চালে রটে
লুটে পুটে খাও যতো পারো দুই হাতে
সে পচা মরাইয়ে সে কার মরণ ঘটে ?

কলকারখানা চালাও থামাও তাহা
চোরাই খেয়ালে মরীয়া ধর্ম ঘটে
নিমকহালাল দালালরা ডাকে আহা
সুয়োরাণী ডাকে জুয়া খেলে সঙ্কটে।

মরীয়া ছড়াও নানা দুর্যোগ যাতে
ছোরাছুরি আড়ে জুয়াচুরি পড়ে চাপা
ভেঙে দাও দেশ ছিঁড়ে দাও খুন হাতে
জাহান্নমের লোভে দেশ চষো ধাপা।

ভাবো কি তোমার ক্ষণিক মিথ্যা দিয়ে
চিরকাল তুমি চাল দিয়ে' যাবে ডাহা ?
শেষ হাসি জেনো আমাদেরই, ডুকরিয়ে
কাঁদবে তো কাল, আজকেই দেখি আহা !

জেগেছে চম্পা, সাতভাই ভাবি বসে।
তোমার কাহিনী ছেলেমেয়েদের চোখে
রটবে কেমন রাক্ষসে বর্গীতে
রূপকথা যেন, সে দিন কেই বা রোখে ?

দেশের কপালে তুমি দিনেকের সাজা
সুয়োরাণী তুমি জানো না তোমার ছুয়ো
জানো কি আমরা আসলে তোমারও রাজা
আমরাই সাতভাই ! কাল তুমি ভূয়ো।

১৫ই আগস্ট

মুক্ত বর্ষভোগ্য শাপ, মুক্ত হল কলকাতার বেড়ী

চণ্ডীমণ্ডপের পাঠে, পঞ্চায়েতী বটে
গৃহস্থ সন্ধ্যায় কিম্বা মুদীর চালায় শোনা যায় সেই রাবণের
স্বর্ণলঙ্কাপুরে ছিল বন্দী সীতা মাটির দুহিতা
চারপাশে ঘিরে রাখে রাক্ষসের সৈন্য কিম্বা চেড়ী
শ্রাবণের সন্ধ্যা থেকে রটে পথে পথে শ্রাবণের
কলকাতার মুক্তির বন্যায় সন্দেহ শঙ্কার
মৃত্যুর মারীচদের তড়িৎ ত্বরিত শেষ, নিঃশেষ অসুর

জেগে ওঠে দেশ, জেগে আমাদের বিদ্যুত শহর
আশ্চর্য শহর, প্রাণের তুরঙ্গী তূর্যে
শহর শহরতলী হাতে হাত পাতা
কোটি লোক মাটির মানুষ বিভেদের নেই অবসর
জনাব কসুর—
মৃত্যুর সে খাঁই
ভুলে যাও ভাই শ্রাবণের প্রাণসূর্যে

আশ্চর্য শহর এই আমাদের প্রাণ
অলিতে গলিতে এর ধূলা জানি, প্রাণের সন্ধান
মেলে এই জীর্ণ দীর্ণ নোংরা এলোমেলো,
—ভয়ঙ্কর থেকে থেকে দেয় মাথা চাড়া—
বজ্রে ও মাণিকে গাঁথা মধুর মধুর
এই কলকাতার পথে পথে ঘরে ঘরে
নিদ্রাহীন জয়ধ্বনি, চারণের গান
তীর্থযাত্রা এপাড়া ওপাড়া, একান্ত নির্ভর চোখে
লক্ষ লক্ষ কী দরাজ প্রাণ এ তীর্থশহরে দর্গায়
আশ্বিন পূজার মিল হল বুঝি ঈদমুবারকে
আনন্দনিষ্যন্দন প্রাতে বিরাট ঈদ্গাতে

এ আনন্দ বন্যার আবেগ
বন্যার সমান
লক্ষ লক্ষ মানুষের খোদাই বাঁধের জল মানুষেরই হাতে
ছাড়া আজ কেবা রোখে
খুলে দিলে চাবি আজ ময়ূরাক্ষী দামোদরে
মাথাভাঙা তিস্তায়—সির্দরিয়ায় বুঝি বুঝিবা নীপারে

বন্যা নয়, এ বুঝিবা অভিনব ভাগীরথী প্রাণের বিন্যাস
ঠেলে তোলে পলিমাটি স্বচ্ছল ভরাটি
অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড প্রবল ক্ষান্তি
মৈত্রী, শান্তি, প্রেমের উচ্ছ্বাস
যার তলে প্রাণের গভীরে ধীরে ধীরে চলে চির
সংহতির সুদৃঢ় আশ্বাস, নূতন আবাদ

উনত্রিশে জুলাই বুঝি ফিরে এল ভাই
মুক্তির আস্বাদে আগামীর জিন্দাবাদে

সৌজন্য অশেষ তাই অসীম সংযম
বিরাট দায়িত্ব নেয় স্বতই জনতা
চৌমাথায় চৌমাথায় আনন্দের গাথা
ট্রাফিক শৃঙ্খল চলে ট্রামে বাসে কাতারে কাতারে
মানুষের ঝড় চলে
দগ্ধ দেশে জগ্ধ দেশে
অনাবৃষ্টি অনাহারে
আশশেওড়ার দেশে
শ্মশান গোরের দেশে আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম
জীবনের ঝড় চলে
শ্রাবণের ধারাজলে
সুজলা সুফলা দেশে
মলয়শীতলা দেশে সোনার বাংলায়
কলকাতায় হাওড়ায়, বস্তিতে গম্বুজে
বেলেঘাটা কলুটোলা মুচিপাড়া কলাবাগানের
তালতলা চিৎপুর লালদীঘি বেনেপুকুরের,
বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ কালিঘাট চড়কডাঙ্গার
অলিতে গলিতে
শ্যামপুকুর আলিপুর মেটিয়াবুরুজে
রাস্তায় শড়কে আশ্বিনের পূজা মেলে ঈদমুবারকে

শ্রাবণের ধারাজলে বৃষ্টি যেন মড়কের দুর্ভিক্ষের দেশে
লোক চলে, হাতে হাত, নিশানে নিশান,
গানে গান, কোলাকুলি, সেলামে হাসিতে
ট্রামে বাসে ট্রাকে ট্রাকে সৌজন্য অশেষ;
হে আশ্চর্য শহর আমার এ আমার মৃত্যুঞ্জয় দেশ !

বন্যা নয় প্রাণেরই বিন্যাস
বিরাট দায়িত্ব নেয় স্বতই জনতা
শত শত নেতা আসে
গান্ধীজীর প্রতিভাসে

এতো অন্ধ প্রকৃতির বন্যা নয়, নয় দাবদাহ,
চাটগাঁর বীরত্বের পাহাড়ে প্রান্তরে
এতো ধূর্ত রাবণের মুখে তুড়ি
শ্রাবণের ফুৎকার
মানুষের মনের প্রবাহ
শাসকের শোষকের কূট চাল বানচাল
মহারাজাধিরাজ নবাব
তোমাদের কঠিন জবাব হানে বান্দা লাখো বান্দা বন্দী নয় আর
অবাক্ বিস্ময় ভয় স্বর্ণ লঙ্কাপুরে
অমর্ত্য শহর এই আমাদের, অমর বাংলা দেশ
মরেও মরেনি আজও কী ভীষণ ধান্দা
আমাদেরই গান যায় গঙ্গায় পদ্মায় যার যার
এ সারি জহাঁসে
আচ্ছা আমাদের সুরে
উল্লাসের গান যায় লক্ষ লক্ষ জন্মদিনে উচ্চকিত রোলে
আকাশে আকাশে অতুলন
কলকাতার ঐক্যতান
খুলে দেয় রাত্রি শেষে সকালের প্রখর আশ্বাস,
অমর হিম্মৎ,
দুর্জয় শপথ
দেশব্যাপী ইমারৎ রাত্রিদিন স্বাধীন সমাজ স্বচ্ছল আকাশ
সাগর সঙ্গমে দিনভোর বিনিদ্র নির্মাণ ॥